সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ— ২০২৩

ঈমান

এখানে ঈমান বিষয়ক ১০০টি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। এগুলো আয়ত্ত করতে হবে। এখান থেকে এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন করা হবে

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

ঈমান-আকীদা

১	ধর্ম-বিশ্বাসে কীসের ওপর নির্ভর করতে হয়? উত্তর: আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহীর ওপর।
২	ঈমান-আকীদা বিষয়ে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে যা কিছু এসেছে তা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করা এবং অহেতুক তর্ক না করা কাদের নীতি ছিল? উত্তর: সাহাবীগণের।
৩	অর্থগত দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কী? উত্তর: ঈমান বিশ্বাস ও অভ্যন্তরীণ দিককে বুঝায় এবং ইসলাম কর্ম ও বাহ্যিক দিককে বুঝায়।
৪	কোনো মুসলিম যত পাপই করুক তবু সে পরিপূর্ণ মুমিন— এমন বাতিল আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিদের কী বলা হয়? উত্তর: মুরজিয়া।
৫	মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান কোনটি? উত্তর: বিশুদ্ধ ঈমানের জ্ঞান।
৬	কোন্ জিনিসে স্রষ্টার পরিচয় জানার নিদর্শন রয়েছে? উত্তর: প্রতিটি সৃষ্টিতে।
৭	প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কত প্রকারের ওহী নাযিল হয়েছিল? উত্তর: দুই প্রকার। ১. জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে প্রেরিত 'পঠিত ওহী'। যেমন কুরআন। ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত 'অপঠিত ওহী'। যেমন হাদীস।
৮	কুরআন কারীমের সাথে হাদীসের সম্পর্ক কী? উত্তর: হাদীস মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ।
৯	কোন্ জিনিস আঁকড়ে থাকলে মুসলিমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না? উত্তর: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।
১০	বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানবীয় যুক্তি কোন্ কাজে লাগে? উত্তর: ওহীর বিষয়কে প্রমাণ করার কাজে।
১১	আল্লাহর বাণী 'যদি কোনো ব্যক্তি...বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।' (সূরা নিসা: ১১৫) কুরআনের এই আয়াতে বিশ্বাসীদের পথ অনুসরণ করতে বলে মূলত

	কাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে? উত্তর: সাহাবীগণেক।
১২	কুরআনে কাদেরকে সফলতার মাপকাঠি এবং অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হেয়েছ? উত্তর: সাহাবীগণেক।
১৩	অনেক সময় নাস্তিকগণ মনের গভীরে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস লালন করলেও তা স্বীকার করতে পারেন না কেন? উত্তর: স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ কাজ বাদ দিতে হবে বলে।
১৪	ইসলামী শরীয়েত 'সুন্নাত' বলেত কী বোঝানো হয়? উত্তর: প্রিয়নবী সা. এর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।
১৫	যে কাজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি সেটাকে দীনদারি মনে করা হেলা— উত্তর: সুন্নাতকে অপূর্ণ মনে করা।
১৬	প্রকৃত অর্থে বৈপরীত্য না থাকলেও আমাদের জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কোথায় বৈপরীত্য আেছ বেল মেন হেত পারে? উত্তর: কুরআন ও হাদীসে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তবে বুঝার ভুলের কারণে এমনটি বাহ্যত কারও মনে হতে পারে।
১৭	আরকানুল ঈমান বা ঈমানের মূল ভিত্তিসমূহ কী কী? উত্তর: 'আরকানুল ঈমান' বা ঈমানের মূল ভিত্তিসমূহ নিম্নরূপ: ১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। ২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস। ৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস। ৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস। পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস
১৮	আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? উত্তর: আল্লাহর একত্ব ও তাওহিদে বিশ্বাস করা। আসমান-জমিনের সবকিছু পরিচালনা করেন তিনি। সকল সৃষ্টির রিজিক, জীবন-মৃত্যুসহ সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তিনি সকল ভালো গুণে গুণান্বিত, সকল মন্দ গুণ থেকে পবিত্র। আমাদের সকল ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোনো শরিক নেই।
১৯	মুহাম্মাদ সা. সর্বশেষ নবী; তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই— এ বিষয়ে কতগুলো বিশুদ্ধ হাদীস রেয়েছ বলে গেবষকগণ বলেছেন? উত্তর: ৬৫টি।

২০	ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের প্রচলিত পদ্ধতি চালু হয় হিজরী কোন্ শতাব্দী থেকে? উত্তর: ৭ম শতাব্দী থেকে।
২১	আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলভুক্ত হওয়ার মূল ভিত্তি কী? উত্তর: সুন্নাত ও সাহাবীদের জামাতকে অনুসরণ করা।
২২	কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর বলতে কেমন নূর বুঝানো হয়েছে? উত্তর: আত্মিক ও আদর্শিক।
২৩	ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? উত্তর: মালাইকা বা ফেরেশতারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন। কখনোই আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না। এমনকি অবাধ্যতা করার শক্তিও রাখেন না। মানবীয় কামনা-বাসনা থেকে তারা মুক্ত"। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা ফেরেশতাদের প্রধান কাজ।
২৪	নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইব জানেন এমন দাবির প্রচলন কোন হিজরী শতক থেকে শুরু হয়? উত্তর: ৭ম- ৮ম শতক থেকে।
২৫	তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ কী? উত্তর: যে সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা বলে প্রমাণিত সেগুলো সবই বিশ্বাস করা।
২৬	কুরআন কারীমের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব কী? উত্তর: তিলাওয়াত করা ও আমল করা।
২৭	যারা কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ বিশ্বাস করে না, তাদের ব্যাপারে কুরআনে কী শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে? উত্তর: দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও পরকালে কঠিন শাস্তি।
২৮	পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত? উত্তর: যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে তাদের নিকট বিভিন্ন কিতাব প্রেরণ করেছেন। এসকল কিতাব আল্লাহর কালাম। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর মাধ্যম। তবে শুধুমাত্র কুরআন ব্যতীত অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এজন্য আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও নির্যাস স্বরূপ আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব কুরআন কারিম নাজিল করেছেন।
২৯	কর্মের ক্ষেত্রে আমরা কোন্ আসমানী কিতাব অনুসরণ করব?

	উত্তর: সকল আসমানি কিতাবের মৌলিক সত্যতায় বিশ্বাস করলেও আমরা অনুসরণ করব আল-কুরআনের।
৩০	হৃদয়ের সকল প্রশান্তি ও শক্তির উৎস কী? উত্তর: স্রষ্টার অনুভব।
৩১	একজন আল্লাহর ওলী বিসমিল্লাহ বলে কোনো বাহন ছাড়াই নদী পার হয়ে গেলেন। দেখাদেখি আরেক যাদুকরও বাহন ব্যতীত নদী পার হলেন। এই দুইজনের কাজের নাম কী হবে? উত্তর: কারামত ও ইস্তিদরাজ (সম্মান ও শাস্তি বিলম্বিতকরণ)। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান প্রকাশের জন্য অলৌকিক কিছু ঘটান। এটাকে কারামত বলে। আবার কিছু লোক আল্লাহর ওলী না হয়েও সাধনার মাধ্যমে অস্বাভাবিক কিছু ঘটাতে পারেন। এটাকে ইস্তিদরাজ বলে।
৩২	কোন্ বিষয়টি মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ? উত্তর: স্রষ্টায় বিশ্বাস।
৩৩	কিয়ামতের দিন কীসের চিহ্ন দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে চিনবেন? উত্তর: অজুর চিহ্ন।
৩৪	হাদীস অনুসারে কিয়ামতের দিন সবার আগে যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে রয়েছেন একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ এবং একজন বড় দাতা। কেন তাদেরকে সবার আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? উত্তর: কারণ এসকল আমলের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল না; তাদের উদ্দেশ্য ছিল লোকদেখানো ও মানুষের বাহবা পাওয়া।
৩৫	পত্রিকায় রাশিচক্র বিষয়ক বর্ণনায় লেখা হয়েছে, 'আজ ইন্টারভিউ দিলে চাকরি হবে না।' একজন লোক পত্রিকায় লেখাটি পড়ে তা প্রকৃতই বিশ্বাস করে এবং রাশিচক্রের প্রভাব আছে মনে করে ইন্টারভিউ দিতে গেলেন না। লোকটির এ কাজটি কেমন? উত্তর: ঈমান চলে যাওয়ার মতো বড় শিরক।
৩৬	'আল্লাহ এবং আপনি যা চান' না বলে বলতে হবে, 'আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান'। এ সংক্রান্ত স্বপ্নটি কোন সাহাবী দেখেছিলেন?

	উত্তর: আব্দুল্লাহ বিন সাখবারাহ রা.।
৩৭	মেয়েটির বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। এ সময়ে এক জ্যোতিষী এসে বলেন, এ বিয়ে কল্যাণকর নয়। তার কথা অনুযায়ী মেয়েটির মা বিয়েটা ভেঙে দেন। জ্যোতিষীর কথা মেনে মেয়েটির মা মূলত কী করলেন? উত্তর: নবীজি সা. উপর অবতীর্ণ হওয়া দীনের সাথে কুফরি করলেন। কারণ যে জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করে, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সে মূলত নবীজির দীনকেই অস্বীকার করে (তিরমিজি: ১৩৫)।
৩৮	এক ব্যক্তি মাজারে গেল। সেখানে একজন ফকির বাবাকে গণক মনে করে ভবিষ্যত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এতে লোকটির কয়দিনের সালাত কবুল হবে না। উত্তর: ৪০ দিনের। কারণ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না (আল-মুজামুল আওসাত: ৬৬৭০)।
৩৯	অলৌকিক কর্ম কেন কারও ওলী হওয়ার দলীল নয়? উত্তর: অনুরূপ কর্ম ফাসিক-কাফির থেকেও ঘটা সম্ভব হওয়ার কারণে।
৪০	কুরআনের ভাষ্যানুসারে ইসলামের প্রমাণিত বিষয় নিয়ে যারা তামাশা ও উপহাস করে তাদের সাথে অবস্থান করা ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখা কেমন কাজ? উত্তর: কুফুরি কাজ।
৪১	আদম আ.-কে সৃষ্টির পর ফেরেশতাগণ কেন তাকে সিজদা করেন? উত্তর: আল্লাহর নির্দেশের কারণে।
৪২	মানবসমাজের কঠিনতম পাপকাজ কোনটি যা পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাৎ করে দেয়? উত্তর: শিরক।
৪৩	আসমানি কিতবসমূহের প্রতি আমাদের কী বিশ্বাস রাখতে হবে? উত্তর: যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে তাদের নিকট বিভিন্ন কিতাব প্রেরণ করেছেন। এসকল কিতাব আল্লাহর কালাম। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর মাধ্যম। তবে শুধুমাত্র কুরআন ব্যতীত অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এজন্য আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও নির্যাস স্বরূপ আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব কুরআন কারিম নাজিল করেছেন।
৪৪	মুসলিম সমাজে সকল শিরক, কুফর ও বিভ্রান্তির মূলে— উত্তর: ইহুদী আন্দোলন।

৪৫	ইসলামের কোনো বিধানকে কোনো যুগে অনুপযোগী, অবৈজ্ঞানিক বা অচল মনে করা কেমন? উত্তর: কুফরি কাজ।
৪৬	সম্মিলিতভাবে মিলাদ-কিয়াম বিদআত হলে মসজিদে লাউড স্পিকার কেন বিদআত নয়, অথচ উভয়টি নব উদ্ভাবিত বিষয়? উত্তর: ইবাদত নয় এমন কিছুকে ইবাদত মনে করে করলে তা বিদআত বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে বৈষয়িক সুবিধান জন্য কিছু করলে সেটা বিদআতের আওতাভুক্ত হয় না। মিলাদ হয় ইবাদত ও সওয়াবের আশায়, এজন্য তা বিদআত। লাউড স্পিকার দিয়ে স্বতন্ত্র ইবাদত উদ্দেশ্য হয় না, এজন্য তা বিদআত নয়।
৪৭	হাদীস মতে কোন্ জিনিসটি মানুষের দ্বীনকে মুণ্ডন করে নিঃশেষ করে দেয়? উত্তর: হিংসা-বিদ্বেষ।
৪৮	"বিদআতী লোকেরা নিজেদেরকে যে আহলে সুন্নাত বলে, এর কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তাদের জীবন এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।" কথাগুলো কোন্ মনীষীর? উত্তর: আব্দুল কাদির জিলানী রহ.—এর।
৪৯	শাসক রাষ্ট্রের মালিক নন, তিনি প্রতিনিধিরূপে পরিচালানা করেন— এটি সর্বপ্রথম কোন্ ধর্মে বাস্তবায়ন হয়? উত্তর: ইসলামে।
৫০	কবরপূজারীদের সবচেয়ে জঘন্য কাজ কী? উত্তর: বিপদাপদে কবরে কান্নাকাটি করে কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া।
৫১	'তোমরা ইলম অর্জন করবে কিন্তু অতি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না।' এটি কার উক্তি? উত্তর: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর।
৫২	'যে ইবাদত সাহাবাগণ করেন নি, তোমরা সে ইবাদত করো না।' এটি কার উক্তি? উত্তর: হুযাইফা রা.-এর।
৫৩	কোনো জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর বিভ্রান্ত হয় কোন্ কারণে? উত্তর: বিতর্কের কারণে।
৫৪	ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকল মানুষেরই কিছু কথা গ্রহণীয় এবং কিছু কথা বর্জনীয়।' এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন বুযুর্গ বা আলেম যতো বড়ই হোন— উত্তর: তার কিছু কথা ভুল হতে পারে।

৫৫	কোন ব্যক্তি মুনাফিক হওয়া থেকে মুক্ত? উত্তর: সাহাবাগণের প্রশংসাকারী।
৫৬	কোন বিষয়টি দাজ্জালের চেয়েও ভয়ানক? উত্তর: গোপন শিরক।
৫৭	শিয়াগণ কাদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু মনে করেন? উত্তর: ইহুদীদের।
৫৮	আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন দুটি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন? উত্তর: বান্দা ও রাসূল।
৫৯	আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এ রহমত পেতে করণীয় কী? উত্তর: ঈমান আনা ও অনুসরণ করা।
৬০	আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ কার জন্য দোয়া করেন? উত্তর: তাওবাকারীদের জন্য।
৬১	ফেরেশতাগণ কিয়ামতের দিন কাদের জন্য সুপারিশ করবেন? উত্তর: আল্লাহর সন্তোষভাজনদের জন্য।
৬২	কারা আল্লাহর বাণীকে বুঝে শুনে বিকৃত করত? উত্তর: আহলে কিতাবগণ।
৬৩	তাকদীরের বিশ্বাসে মূল বিষয় কী? উত্তর: নিজের সকল চেষ্টা ব্যয় করে ফলাফল আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। তাকদীর যা আছে তাই হবে এমনটি মনে করে নিজে কোনো চেষ্টা না করার নাম তাকদীরে বিশ্বাস নয়।
৬৪	কোন্ বিষয়ক জ্ঞানকে ইমাম আবু হানীফা রহ. 'সর্বোত্তম ফিকহ' বলেছেন? উত্তর: ঈমান বিষয়ক।
৬৫	পরকালের প্রতি আমাদের কী বিশ্বাস রাখতে হবে? উত্তর: কুরআন এবং হাদিসে আখেরাত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে সন্দেহাতীত সত্য বলে বিশ্বাস করা। যেমন, কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, মীযান, পুলসিরাত, হাউজে কাউসার, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, অনন্ত নিয়ামত ও শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি।

৬৬	আকীদা বিষয়ে কুরআন হাদীসের শিক্ষা ভালভাবে বুঝার জন্য কাদের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়? উত্তর: সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের।
৬৭	আকীদার বিষয়ে আমরা কীসের আলোকে সিদ্ধান্ত নেব? উত্তর: কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবা-তাবিয়ীগণের তাফসীরের আলোকে।
৬৯	আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মক্কার কাবাঘরে এসে হজ্জ আদায় করা কখন থেকে প্রচলিত হয়? উত্তর: ইবরাহীম আ. এর সময় থেকে।
৭০	মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতাকালীন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী কী বিষয়ে ওসিয়ত করেন? উত্তর: তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক।
৭১	পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুসারে কোন্ জনপদের আশপাশে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন? উত্তর: মসজিদে আকসা।
৭২	কী উপহার দিলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরিয়ে দিতেন না। উত্তর: সুগন্ধি।
৭৩	প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র কখন রাগ করতেন? উত্তর: ইসলাম বিরোধিতা দেখলে।
৭৪	রাসূল ﷺ বলেন, "জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে"। হাদীসটি কোন বিষয়ের ইংগিত রয়েছে? **উত্তর:** দ্বীন প্রচারের পূর্ণতা।
৭৫	যে বিষয়টিকে সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্ধ্বে রাখতে হবে- **উত্তর:** প্রিয়নবী ﷺ এর কথা ও কাজ।
৭৬	পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ কে কাদের থেকে অধিক ভালোবাসতে হবে? **উত্তর:** নিজের জীবন, সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ থেকে।
৭৭	গত কয়েক শতাব্দী যাবত কারা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাঁদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন? **উত্তর:** পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবাদীগণ।
৭৮	বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা আ. খ্রিষ্টানদেরকে কাদের নিকট ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ

	করেছেন? উত্তর: ইহুদি ছাড়া অন্য কারও কাছে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।
৭৯	প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তবে এক্ষেত্রে উম্মতের প্রথম দায়িত্ব কী? উত্তর: যাচাই বাছাই করা।
৮০	কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়মতের দিন মুত্তাকীগণকে আল্লাহর নিকট কীভাবে সমবেত করা হবে? উত্তর: সম্মানিত মেহমানরূপে।
৮১	তাকদির সম্পর্কে কী বিশ্বাস রাখতে হবে? উত্তর: আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভাল-মন্দ, আনন্দ-কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে ঘটে। আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না।
৮২	রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় হাদীস লেখা হয়েছে কি? উত্তর: নবুয়তের প্রাথমিক যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিল। কেননা কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. ব্যতীত আমার চেয়ে বেশি হাদীস প্রিয়নবি সা. এর আর কোনো সাহাবীর সংগ্রহে ছিল না। কারণ তিনি লিখে রাখতেন। আমি লিখে রাখতাম না (বুখারি: ১১৩)। প্রিয়নবি সা. এর জীবদ্দশায় এভাবে লেখার কারণে অনেক সাহাবী তাকে বললেন, নবীজির সব কথা এভাবে তোমার লিখে রাখা উচিত নয়। কারণ তিনি মানুষ। অনেক সময় রাগান্বিত হয়েও কিছু বলতে পারেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বিষয়টি নবীজির কাছে জানালে তিনি বললেন, তুমি লিখতে থাক। কারণ আমার মুখ থেকে কখনো সত্য ছাড়া কিছু বের হয় না (আবু দাউদ: ৩৬৪৬)। এরকম আরও অনেক সাহাবী থেকেই হাদীস লেখার বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেকে প্রচার করে বুখারী-মুসলিমের আগে হাদীস গ্রন্থ নেই, হাদীস নাকি নবী(ﷺ) এর ২০০ বছর পরে লেখা হয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ অসত্য কথা।
৮৩	কুরআনে কোথাও হাদীস অনুসরণের কথা বলা হয়েছে কি? উত্তর: আল কুরআনের বহু স্থানে নবী(ﷺ) এর সুন্নাহ তথা হাদীস অনুসরণের নির্দেশনা আছে। যেমন সুরা নিসা ৪ : ৫৯, সুরা আহযাব ৩৩ : ২১, ৩৬, সুরা হাশোর ৫৯ : ৭, সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩, সুরা নিসা ৪ : ৬৫, ৮০ ইত্যাদি আয়াতে।

৮৪	রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন? উত্তর: খাইবারে রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে এক ইহুদি মহিলা শত্রুতাবশত যে বিষযুক্ত খাবার প্রদান করেছিল, মৃত্যুর আগে তিনি এর যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। [সহীহ বুখারী ৪৪২৮, আবু দাউদ ৪৫০৮ দ্র.] আল্লাহ তা'আলা সেই বিষের প্রভাব তখন কার্যকর হতে দেননি, ৪ বছর পরে মক্কা বিজয় ও তাঁর সকল নবুয়তী মিশন শেষ শেষ হবার পরে সেই বিষের প্রভাব কার্যকর হয়েছে। বিষ প্রয়োগ করার এত পরে এর ক্রিয়া করা নবী(ﷺ) এর একটি মুজিজা এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী(ﷺ)কে তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তাঁকে সম্মানিত করার জন্য শহীদের মর্যাদা দান করেছেন। [দ্র. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং : ৩৬১৭ সহীহ সনদে]
৮৫	কুরআনের মানসুখ বা রহিত আয়াত কী? উত্তর: আল কুরআনের কিছু আয়াত আল্লাহ তা'আলা সাময়িক সময়ের জন্য নাজিল করেছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সেই আয়াতগুলো রহিত করে দেন। এগুলোকে বলা হয় মানসুখ আয়াত। নবী(ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে আমরা এ ব্যাপারে জানতে পারি। যেই আয়াতগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে, সেগুলো আর কুরআনের মাঝে নেই। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাঁর মৃত্যুর সময়ে যে অবস্থায় কুরআন রেখে গেছেন, সাহাবীগণ (রা.) ঠিক সে অবস্থাতেই কুরআন সংকলন করেছেন এবং আজ অবধি আমাদের মাঝে অবিকৃতভাবে সেই কুরআনই আছে।
৮৬	কুরআনের আহরুফ ও কিরাত কী? কুরআন কি এক প্রকারের নাকি অনেক প্রকারের? উত্তর: আল কুরআন একটিই। তবে কুরআনের বিভিন্ন উচ্চারণ বা পঠনপদ্ধতি (কিরাত) রয়েছে। যেমন বাংলা ভাষা একটিই। কিন্তু আঞ্চলিকতার কারণে কেউ হয়তো একই শব্দ ভিন্ন উচ্চারণে বলে বা এক শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ বলে। প্রথমে কুরআন একভাবেই নাজিল হয়েছে। কিন্তু আরবিভাষী লোকদের মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণ থাকার কারণে এক ধরনের উচ্চারণেই সবার জন্য পড়া কঠিন হচ্ছিল। ফলে রাসুল সা. উম্মতের সহজতার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। এবং আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করে মোট সাত ধরনের উচ্চারণ বা আহরুফে কুরআন অবতীর্ণ করেন। পঠনপদ্ধতি বা কিরাত সাত ধরনের হলেও তাতে কুরআনের অর্থে কোনো বৈপরীত্য নেই, সাংঘর্ষিকতা নেই।

	এই সকল আহরুফ এবং কিরাতের জ্ঞান সাহাবীদের মাঝে ছিল। প্রাচীন কিরাতের ইমামগণ সহীহ ও মুতাওয়াতির সনদে এই কিরাতগুলো বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনাকারী ইমামদের নামানুসারে কিরাতগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। যেমনঃ হাফস, ওয়ারশ, ক্বালুন ইত্যাদি। এই পঠন পদ্ধতিগুলো সাহাবীদের আমল থেকেই প্রচলিত ছিলো। এখনও আছে। আমাদের দেশসহ বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গাতে হাফস কিরাতটিই পড়া হয়। তবে অন্য কিরাতগুলোও প্রচলিত আছে। [বিস্তারিতঃ 'উলুমুল কুরআন' – মুফতি তাকি উসমানী (মাকতাবাতুল হারামাইন প্রকাশনী), পৃষ্ঠা ১১৭-১২৮]
৮৭	ইসলামে কি দাসপ্রথা আছে? উত্তর: রাসুল(ﷺ) এর পূর্ব থেকেই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যতাতেই দাসপ্রথা ছিল। ইসলাম দাসপ্রথাতে ব্যাপক সংস্কার এনেছে। ইসলাম মূলত বিষয়টিকে যুদ্ধবন্দী শ্রমিক বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা লোকদেরকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার মতো করে অনুমোদিত রেখেছে। ইসলামের সাথে ইউরোপীয় বা অন্যান্য সভ্যতার বর্বর দাসপ্রথার কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামের দাসপ্রথা ভিন্নতর এবং মানবিক। ইসলামে অন্যান্য সভ্যতার মতো বিভিন্ন উৎস থেকে নয় বরং শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানোর অনুমতি রয়েছে। আর দাসদেরকে ইসলামে 'ভাই' বলে অভিহিত করা হয়েছে, মনিব যা খায় ও পরিধান করে দাসকেও তাই খেতে ও পরিধান করতে দিতে বলা হয়েছে, দাসকে খারাপ নামে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে, দাসকে অধিক কাজ করিয়ে কষ্ট দেওয়া, প্রহার করা এই সকল কিছুকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর দাস মুক্ত করাকে ইসলামে মহান ফজিলতের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দাসপ্রথা ইসলামে আবশ্যিক কিছু নয়, এটি একটি অপশন মাত্র। ইসলাম একে একেবারে রহিত করেনি কেননা রাসুল(ﷺ) এর সময়ে এবং এর পরে প্রায় হাজার বছর ব্যাপী সারা পৃথিবীতে ব্যাপক দাসপ্রথা ছিল। মুসলিমদের সাথে অন্যদের যুদ্ধ হলে তারাও মুসলিমদেরকে দাস বানাতে পারতো। ইসলাম বিষয়টিকে একপাক্ষিক রাখেনি, সংস্কার করে মুসলিমদের জন্যও তা বৈধ রেখেছে। [সূত্র: সুরা বাকারাহ ২ : ২২১, সুরা নুর ২৪ : ৩২, সুরা মুমিনুন ২৩ : ৬ সহীহ বুখারী ৯৭, আবু দাউদ ৩৮৮৫]।
৮৮	মক্কা-মদিনা যদি নিরাপদ নগরী হয়ে থাকে, তাহলে এখানে কখনো কোনো দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা হতে পারে কি? উত্তর: আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক জায়গায় মক্কাকে 'নিরাপদ' ঘোষণা দিয়েছেন। [সূরা বাকারা ২ : ১২৫ সূরা আলে ইমরান ৩ : ৯৭, সূরা আনকাবুত ২৯ : ৬৭ দ্র.]

	আয়াতে উল্লেখিত নিরাপত্তা বলতে জাহেলী যুগের নিরাপত্তার কথা বুঝানো হয়েছে। তখন হারামে কেউ প্রবেশ করলে আর তাকে কেউ কোন ধরণের আক্রমন করতো না। হারাম শরীফের নিরাপত্তার মানে হলো, মানুষের গুনাহের ফলে আল্লাহ প্রদত্ত যে আযাব-গজব নাজিল হয়ে থাকে, তা থেকে মক্কার এই মসজিদ নিরাপদ থাকবে (তাবারী)। পৃথিবীর কোনো শহর ও জনপদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু মক্কা (এবং মদীনা) নগরীতে সে প্রবেশ করতে পারবে না। এ মর্মে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 'নিরাপত্তা'র ব্যাখ্যায় আজ পর্যন্ত কোন তাফসীরবেত্তা এ কথা বলেননি যে, মক্কা ও হারামের নিরাপদ হওয়ার অর্থ- 'মক্কায় মনুষ্যসৃষ্ট কিংবা প্রাকৃতিক কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না'। বরং অন্য শহরের মতো মক্কাতেও এসব ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং সেসবের সাথে কুরআনে বর্ণিত নিরাপত্তার ঘোষণার কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। তাছাড়া নিরাপদ শহর হওয়া বলতে সেটাকে নিরাপদ রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করে কেউ পাপ করলে সেটা ঘটবেই না বা কেউ গুলি ছুড়লে গুলি বন্দুকেই আটকে থাকবে।
৮৯	মক্কা-মদিনায় মহামারীর বিস্তার হওয়া সম্ভব কি? উত্তর: রাসুল(ﷺ) বলেছেন, মদীনায় দাজ্জাল ও ত্বউন মহামারী প্রবেশ করবে না। [সহীহ বুখারী ৫৭৩১] হাদীসে মহামারী বুঝাতে ত্বউন (الطاعون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ত্বউন শব্দের অর্থ এক ধরনের ফোঁড়া জাতীয় মহামারী রোগ। পরবর্তীতে শব্দটি অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফোঁড়া জাতীয় মহামারী কখনো মক্কা-মদীনাতে হবে না। কোনো মহামারীই হবে না; সেটা হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, "ওয়াবা" এবং "ত্বউন" এক নয়। [ফাতহুল বারী ১০/১৮১] কাজেই নিরাপদ নগরীতে হাদিসে উল্লেখিত মহামারী কখনো হবে না, কিন্তু করোনাসহ অন্যান্য মহামারী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
৯০	কোথাও অগ্নিকাণ্ড হলে পবিত্র কুরআন পুড়ে যাওয়া সম্ভব কি? উত্তরঃ অবশ্যই সম্ভব। আল্লাহর কালাম আল কুরআন সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত [সুরা হিজর ১৫ : ৯, সুরা হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ৪২]। কিন্তু কুরআন বা সহীহ হাদিসে কোথাও বলা হয়নি কুরআনের কোনো কপি আগুনে পুড়ে যেতে পারবে না।
৯১	সব নারী যদি স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকে তৈরি হয় তাহলে যাদের বিয়ে হয়নি, বা যাদের একাধিক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়েছে সেসব নারীদেরকে কার পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তর: হাদিসে বলা হয়েছে আদম আ. এর পাঁজরের হাড় থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করা

	হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, প্রত্যেক নারীকে তার স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আদম আ. মাটি থেকে তৈরি হয়েছেন। এজন্য মানুষকে মাটির তৈরি বলা হয়। এর মানে এটা নয় যে, প্রত্যেক মানুষ সরাসরি মাটি থেকে তৈরি হন।
৯২	আল কুরআনে নারীদেরকে কি শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে? উত্তর: সুরা বাকারাহ (২ : ২২৩) আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র ..."। এখানে মূলত উপমামূলক কথা দ্বারা একটি বিষয়কে প্রকাশ করা হয়েছে। একজন নারী সন্তানধারণ করেন, নারীরা গোটা মানবসমাজের সবারই জন্মদাত্রী। শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ফসল উৎপন্ন হয়, নারীদের সন্তানধারণের বিষয়টি এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। একজন স্বামীর জন্য তার সন্তানের জননী স্ত্রীর একটি বিশেষ বিষয়কে কুরআনে এভাবে উপমা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে নারীকে মোটেও ছোট করা হয়নি। আল কুরআনে উপমা দ্বারা অনেক স্থানেই নানা বিষয়কে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, সুরা বাকারাহ ২: ১৮৭ আয়াতে পুরুষ ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক হিসেবে উপমা দেওয়া হয়েছে। এখানে স্বামী-স্ত্রীকে পোশাক বলার কারণে নিশ্চয়ই তারা ছোট হয়ে যাননি।
৯৩	কুরআন-হাদীস অনুযায়ী পৃথিবী গোল নাকি সমতল? কুরআন-হাদীস অনুযায়ী পৃথিবী ঘোরে নাকি সূর্য ঘোরে? উত্তর: পৃথিবী ও সূর্য উভয়ই ঘোরে। আসমানে যত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি আছে সবই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে" (সুরা ইয়াসিন ৩৬ : ৪০)। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী(র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আয়াতে পরপর তিনটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র। অতঃপর বলা হয়েছে 'আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে'। যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীও সন্তরণ করছে (সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ৪৯৭/১০)। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া(র.) বর্ণনা করেছেন, আবুল হুসাইন ইবনুল মুনাদি(র.) {ইমাম আহমাদ(র.) এর ছাত্রের ছাত্র } বলেছেন, "একইভাবে তাঁরা (আলেমগণ) একবাক্যে একমত হয়েছেন যে, ভূপৃষ্ঠ এবং সমুদ্র ধারণকারী পৃথিবী একটি গোলকের ন্যায়।" [মাজমু আল ফাতাওয়া ২৫/১৯৫] আবু মুহাম্মাদ ইবন হাজম(র.) বলেছেনঃ মুসলিম উম্মাহর কোনো ইমাম অথবা ইলমের দ্বারা যারা ইমাম অভিধা লাভের যোগ্য – তাঁদের কেউই এ কথা অস্বীকার করেননি যে পৃথিবী গোল। তাঁদের থেকেই কথা অস্বীকার করে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি (পৃথিবী) গোল। [আল

	ফাসল ২/৭৮]
৯৪	মাতৃগর্ভে কী আছে তা একমাত্র আল্লাহ জানলে আধুনিককালে আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে কী করে ছেলে না মেয়ে সন্তান হবে বলে জানা যায়? উত্তর: আল কুরআনে বলা হয়েছে মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহ জানেন [সুরা লুকমান ৩১ : ৩৪ দ্র.] "মায়ের গর্ভে কী আছে" বলতে শুধুমাত্র ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানই বোঝায় না বরং এর সাথে সাথে কী রকম হায়াতপ্রাপ্ত সন্তান, নেক সন্তান নাকি পাপী সন্তান, কী রকম রিযিকপ্রাপ্ত সন্তান, কেমন স্বভাবের সন্তান–এই সব কিছুকেই বোঝায়। [তাফসির ইবন কাসির দ্র.]। এগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভব নয়।
৯৫	হাদিসে কি বলা হয়েছে ছোঁয়াচে রোগ বলে কিছুই নেই? উত্তর: কিছু হাদিসে এই তথ্য পাওয়া যায় [সহীহ বুখারী ৫৭৭৬, সহীহ মুসলিম ৫৯৩৩-৫৯৩৪ দ্র.]। তবে এগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই হাদিসের বিস্তারিত বিবরণে উল্লেখ আছে, " কোনো কিছুই নিজে থেকে অন্য কিছুকে সংক্রমিত করতে পারে না। ... সকল প্রাণকেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তার জীবন, মৃত্যু, বিপদাপদ, জীবিকা সবকিছুকেই তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। " [মুসনাদ আহমাদ ৮৩২৫ (সহীহ)]। তাছাড়া অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেভাবে বাঘ থেকে পলায়ন কর (বুখারি: ৫৭০৭)। ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু না থাকলে হাদীসে বাঘ থেকে পলায়নের মতো পলায়ন করতে বলা হতো না। তবে কোনো নিজস্ব ক্ষমতা বলে সংক্রমিত হয় না। বরং আল্লাহর হুকুমেই কেবল রোগ সংক্রমিত হতে পারে। আল্লাহর হুকুম না হলে রোগ ছোঁয়াচে হয়েও সংক্রমিত না হতে পারে।
৯৬	নবী(ﷺ) কি কোনো ডানাওয়ালা ঘোড়ায় করে মিরাজের রাতে আসমানে গিয়েছেন? উত্তর: মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর সফরকে 'ইসরা (রাত্রিকালীন ভ্রমণ) বলা হয়। আর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর আসমানে ঊর্ধ্বারোহনকে মিরাজ বলা হয়। নবী(ﷺ) এর ইসরা-মিরাজ সত্য এবং তা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে। এই রাতে বাহন হিসেবে কোনো 'ঘোড়া' ছিল না বরং বুরাক নামক দ্রুতগতিসম্পন্ন এক প্রাণী ছিল। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) সে রাতে বুরাক নামক প্রাণীর পিঠে করে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করেন। এবং সে প্রাণীকে বাইতুল মুকাদ্দাসে বেঁধে রাখেন। সেখানে সালাত আদায় করেন। [সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, হাদীস ৩০৯ দ্র.] বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হবার পর তাঁর সামনে একটি সিঁড়ি (মি'রাজ) উপস্থিত করা হয়। তিনি এতে করে আসমানে

	গমন করেন। [সীরাতুন নবী (সা) - ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ); পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ইবন কাসির, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১০; শারহে মাওয়াহিব – যারকানী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৫]। অতএব রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণের বাহন ছিল বুরাক এবং বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে আসমানে ভ্রমণের বাহন ছিল সিঁড়ি (মি'রাজ)। উপরে ওঠার যন্ত্রকে মি'রাজ বলা হয়। এটি সিঁড়ির মতোই। কিন্তু এটি কেমন, তা জানা সম্ভব নয়। [শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া – ইবন আবিল ইয(র.) ১/৩৭৩]
৯৭	নবী(ﷺ) কি নিজ পুত্রবধুকে বিয়ে করেছিলেন? উত্তর: নিজ পুত্রবধুকে বিয়ে করা ইসলামে হারাম। নবী(ﷺ) কখনো এমন কিছু করেননি। নবী(ﷺ) এর পালকপুত্র যায়দ(রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যায়নাব(রা.) এর সঙ্গে নবী(ﷺ) এর বিয়ে হয়েছিল। জাহেলি যুগে পালক পুত্রকে আসল পুত্রের মতোই মনে করা হতো। জাহেলি যুগের এই জাহেলি বিশ্বাসকে চিরতরে রোধ করার জন্য প্রিয়নবি সা. কে আল্লাহ তায়ালা পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার নির্দেশ দেন [বিস্তারিত: 'রাহিকুল মাখতুম' বা অন্য যে কোনো সিরাত গ্রন্থ]
৯৮	নবী(ﷺ) এর কাছে কি কখন শয়তানের বাণী (Satanic verses) এসেছিল? উত্তর: বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা আছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, নবী(ﷺ) এর নিকট একবার শয়তান কিছু আয়াত নিয়ে আসে যাতে লাত, উজ্জা ও মানাত দেবীর নিকট শাফায়াত কামনা করা যায় বলে উল্লেখ ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। এগুলো শুনে মক্কার কুরাইশরা খুশীতে সিজদা করে। পরে জিব্রাঈল(আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে এসে জানিয়ে দেন যে ওটা শয়তানের বাণী ছিলো। ইতিহাস গ্রন্থের এই বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন। অত্যন্ত দুর্বল বা জাল। [বিস্তারিত আলোচনাঃ 'সিরাত বিশ্বকোষ' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯-২৫১ { Sirat al-Nabi and The Orientalists – Mohar Ali এর বঙ্গানুবাদ} দ্র.]
৯৯	নবী(ﷺ) এর মৃত্যুর পরে কি সাহাবীদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল? উত্তর: নবী(ﷺ) এর মৃত্যুর পরে সাহাবীদের মাঝে কিছু যুদ্ধ হয়েছিল তবে এসব যুদ্ধে সব সাহাবী অংশ নেননি। আলী (রা)-এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন(র.), যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবীরা একে অন্যকে পাপাচারী আখ্যায়িত করে যুদ্ধ করেননি বরং

	উভয় পক্ষই ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিলেন, যদিও তাঁদের ব্যাখ্যা ভিন্ন ছিল, মানবীয় ভুল বোঝাবুঝি ছিল। এই জাতীয় ফিতনাগুলোর ব্যাপারে নবী(ﷺ) আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। ফলে এর দ্বারা তাঁর নবুয়ত আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়।
১০০	হাদীস অস্বীকারীদের ব্যাপারে প্রিয়নবি সা. উম্মতকে কী বলে গেছেন? উত্তর: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু (হাদীস) দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কিছু প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মেনে নেবে (আবু দাউদ: ৪৬০৪)।

সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ— ২০২৩

কুরআন কারীম

এখানে কুরআন কারীমের শেষ দশটি সুরা অর্থসহ দেওয়া রয়েছে। এই দশটি সুরা মুখস্থ করতে হবে। অনুবাদ শিখতে হবে। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও অনুবাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

AS-SUNNAH FOUNDATION

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

১

سُورَةُ النَّاسِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। ২. মানুষের অধিপতির। ৩. মানুষের ইলাহের নিকট। ৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। ৬. জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

২

سُورَةُ الفَلَقِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের স্রষ্টার। ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। ৩. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়। ৪. এবং সেসকল নারীদের অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

৩

سُورَةُ الإِخْلَاصِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

১. বল 'তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। ৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

৪

سُورَةُ المَسَدِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ
حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

১. ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। ২. কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। ৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। ৪. এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে ৫. তার গলদেশে পাকানো রশি দিয়ে।

৫

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿١﴾ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ﴿٢﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ﴿٣﴾

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। ২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। ৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

৬

سُورَةُ الكَافِرُونَ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

১. বল, হে কাফিররা! ২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর। ৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ। ৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

৭

سُورَةُ الكَوْثَر

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ﴿٣﴾

১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি। ২. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর। ৩. তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

৮

سُورَةُ المَاعُونِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ﴿٧﴾

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? ২. সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। ৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। ৩. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, ৪. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। ৫. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। ৬. এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৯

سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ٤

১. কোরাইশের আসক্তির কারণে। ২. আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। ৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার। ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

১০

سُورَةُ الفِيلِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ١ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ٢ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ

১. তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কী করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ৪. যারা তাদের বিরুদ্ধে পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ— ২০২৩

হাদীস

এখানে ছোট ছোট কিন্তু জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ২০টি হাদীস অনুবাদসহ রয়েছে। হাদীসগুলো মুখস্থ্ করতে হবে। পরীক্ষা হবে মূল হাদীসের। অনুবাদ নিজে পড়ার জন্য।

AS-SUNNAH FOUNDATION

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

১

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিয়ের জন্য, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে। (বুখারি: ১)

২

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহর ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল। সালাত কায়েম করা। যাকাত প্রদান করা। হজ করা এবং সিয়াম পালন করা। (বুখারি: ৮; মুসলিম: ১৬)

৩

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ
কেউ আমাদের এই শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। (সহিহ বুখারি: ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম: ১৭১৮)

৪

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»
কল্যাণ কামনাই দ্বীন। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? রাসুল সা. বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের। (সহিহ মুসলিম: ৫৫)

৫

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.
আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং নিজ নবীদের সাথে বিরোধ। (সহিহ মুসলিম: ১৩৩৭)

৬

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
যে কাজ মনে সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক করে, সে কাজ পরিহার করে সংশয়-সন্দেহহীন কাজ করো। (সুনান তিরমিজি: ২৫১৮)

৭

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ
কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে। (সুনান তিরমিজি: ২৩১৭)

৮

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (সহিহ বুখারি: ১৩)

৯

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ
যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, এমন মুসলিমের রক্ত (হত্যা করা) বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে তিনটি কাজের কোনো একটি করে, জীবনের বিনিময়ে জীবন (অর্থাৎ কাউকে খুন করলে); বিবাহিত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলিমদের দল থেকে খারিজ হয়ে গেলে। (সহিহ বুখারি: ৬৮৭৮; সহিহ মুসলিম: ১৬৭৬)

১০

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার ভাল কথা বলা উচিত, অন্যথায় সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে (সহিহ বুখারি: ৬৪৭৫; সহিহ মুসলিম: ৪৭)

১১

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ»
এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বলল, আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করো না। (সহিহ বুখারি: ৬১১৬)

১২

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর ইহসান (যথাসাধ্য সুন্দররূপে কাজ সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে স্বস্তি দেয়। (সহিহ মুসলিম: ১৯৫৫)

১৩

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের পরপরই কোনো নেক কাজ করে ফেলবে যা মন্দকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে (সুনান তিরিমিজি: ১৯৮৭)

১৪

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

নবীগণের উক্তিসমূহ থেকে মানবজাতি যা লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হলো, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।" (সহিহ বুখারি: ৬১২০)

১৫

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ "

সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম সমন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেন তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। (সহিহ মুসলিম:৩৮)

১৬

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
কোনো এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে আরজ করলেন, আমাকে বলুন, যদি আমি ফরজ সালাতসমূহ আদায় করি, রামাদানের সিয়াম পালন করি, হালালকে হালাল জানি এবং হারামকে হারাম জানি; এবং যদি এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? রাসুল বললেন, হ্যাঁ। (সহিহ মুসলিম: ১৫)

১৭

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
পূণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে জেনে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ কর। (সহিহ মুসলিম: ২৫৫৩)

১৮

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا , وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا , وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا , وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা ফরজসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, সুতরাং তা অবহেলা করো না। তিনি হারাম বিষয়গুলোকে অবশ্য-পরিত্যাজ্য করে দিয়েছেন, সুতরাং তা অমান্য করো না। কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। আর তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তোমাদের জন্য রহমত হিসেবে; ভুলে গিয়ে নয়, সেসব বিষয়ে বেশি অনুসন্ধান করো না। (সুনান দারাকুতনি: ৪৩৯৬)

১৯

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ»

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষেরাও আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেন, দুনিয়াবিমুখ হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লোভ করো না। তাহলে লোকেরাও তোমাকে ভালোবাসবে। (সুনান ইবনে মাজাহ: ৪১০২)

২০

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এই ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর। (সহিহ মুসলিম: ৪৯)

সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ– ২০২৩

ফিকহ ও মাসায়েল

এখানে ফিকহ ও মাসায়েল বিষয়ক ১০০টি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। এগুলো আয়ত্ত করতে হবে। এখান থেকে এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন আসবে।

AS-SUNNAH FOUNDATION

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

১. ইসলামী জ্ঞানের উৎস কী?

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, দর্শন, ল্যাবরেটরির গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান বা ঈমান বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে।

২. ফরজ কাকে বলে?

ইসলামের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোকে ফরজ বলে। ফরজ বিধান অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অকাট্যভাবে প্রমাণিত ফরজ বিধান অস্বীকার করলে কোনো ব্যক্তি আর মুসলমান থাকেন না। যেমন সালাত আদায় করা ফরজ কাজ। এই সালাতের বিধান কেউ অস্বীকার করলে তিনি মুসলমান বলে গণ্য হবেন না।

৩. ওয়াজিব কাকে বলে?

ওয়াজিব মানে অবশ্য পালনীয় কাজ। ওয়াজিব গুরুত্বের দিক থেকে ফরজের কাছাকাছি। ওয়াজিব বিধান কেউ পালন না করলে সে কাফের না হলেও ফাসেক তথা পাপাচারী বলে গণ্য হবে। তাছাড়া ফরজের কোনো বিকল্প হয় না। ওয়াজিবের বিকল্প হয়। যেমন কেউ সালাতে ফরজ ত্যাগ করলে পুনরায় সালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজদা সাহু দিলেও যথেষ্ট হয়ে যায়।

৪. সুন্নাত কাকে বলে?

যেসকল ইবাদত ফরজ বা ওয়াজিব নয়, কিন্তু প্রিয়নবী সা. সেগুলো করতেন এবং উম্মতকে সেগুলো করতে উৎসাহ দিতেন—এমন ইবাদতগুলোকে সুন্নাত বলে। যেমন ফরজ সালাতের আগে-পরে বারো রাকাত সালাত আদায় করা। সুন্নাতের মধ্যেও গুরুত্বের তারতম্য রয়েছে। যেমন বারো রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফজরের আগের দুই রাকাত। আবার কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো রাসুল সা. কখনো করেছেন, কখনো করেননি অর্থাৎ আমলগুলো নিয়মিত ছিল না, সেগুলোকে মুস্তাহাব বলা হয়। যেমন আসরের পূর্বের চার রাকাত সালাত।

৫. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান কেন দেওয়া হয়েছে?

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। পালনকর্তা। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও অস্তিত্বশীল থাকতে পারি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে তিনি আমাদের চেয়েও ভালো জানেন। আল্লাহ আমাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। আমরাই বরং তাঁর আনুগত্য ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর অনেক বিধি-নিষেধের যথার্থতা মানুষ বহুকাল পরে এসে বুঝেছে। আরও বহু বিধানের যথার্থতা হয়ত এখনও আমরা জানি না। সুতরাং ইসলামের হালাল-হারামের বিধান আমাদের কল্যাণের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

৬. তাহারাত বা পবিত্রতা কী?

দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য নাপাকি থেকে মুক্ত হওয়াকে পবিত্রতা বলে।

৭. অজু কী? কখন ও কীভাবে করতে হয়?

অজু অর্থ ঔজ্জ্বল্য। নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ ধোয়া ও মাসাহ করাকে অজু বলে। উত্তমভাবে অজু করলে অঙ্গসমূহ থেকে (ছোট) গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়। অজুর চারটি ফরজ। যথা মুখমন্ডল ধোয়া, কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া, মাথা মাসাহ করা এবং টাখনুসহ উভয় পা ধোয়া। সালাত, তাওয়াফ এবং কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজু করা জরুরি। এছাড়া ঘুমানো, যে কোনো ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অজু করা উত্তম।

৮. গোসল কাকে বলে?

গোসল মানে ধোয়া। পবিত্র পানি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং পুরো শরীর ভালোভাবে ধৌত করা— এই তিন কাজ গোসলের ফরজ।

৯. গোসল করা কখন ফরজ?

জাগ্রত অবস্থায় কিংবা ঘুমে যদি উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হয় কিংবা নারীগণ মাসিক ও নেফাস থেকে পবিত্র হন তখন গোসল ফরজ হয়ে যায়। এবং যখন কেউ মারা যান, তখন তাকে গোসল দেওয়াও ফরজ হয়ে যায়।

১০. তায়াম্মুম কী?

তায়াম্মুম অর্থ ইচ্ছা করা। কোনো ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও কনুইসহ উভয় হাত মোছাকে তায়াম্মুম বলে।

১১. কখন তায়াম্মুম বৈধ হয়?

যদি দেড় থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে (১৬৮০ মিটার) পানি পাওয়ার যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে কিংবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়, তাহলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা বৈধ হয়।

১২. সালাত ইসলামের কততম ভিত্তি? কত বছর বয়স থেকে সালাত আদায় শুরু করতে হয়?

সালাত কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবং ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রিয়নবী সা. বলেছেন, সাত বছর বয়সে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে তাদেরকে সালাতের জন্য শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

১৩. আজানের গুরুত্ব কী?

আজান ইসলামে বৈশিষ্ট্য এবং প্রতীক। এটি সালাতের ঘোষণা ও আহ্বান।

১৪. আজান কখন দিতে হয়?

আজান প্রধানত সালাতের সময় জানানোর জন্য দেওয়া হয়। তবে সালাত ছাড়াও সন্তান জন্ম হওয়া, আগুন লাগা ইত্যাদি সময়েও আজান দেওয়া সুন্নাত।

১৫. জানাজার সালাত কেন পড়তে হয়? এটা কি সবার জন্য জরুরি?

একজন মুসলিমের এটা অধিকার যে, তিনি মারা গেলে অন্য মুসলিমগণ তার জানাজার সালাত পড়বেন। তাছাড়া জানাজায় শরিক হলে এক ক্বিরাত তথা পাহাড় পরিমাণ সওয়াব (বিনিময়) পাওয়া যায়। একজন মুসলিমের জানাজা সকল মুসলমানের জন্য পড়া জরুরি নয়। কিছু লোক আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। এজন্যই জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া।

১৬. সূর্যগ্রহণের সময় করণীয় কী?

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্বাস করাতে দোষের কিছু নেই। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূর্যগ্রহণ আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। সূর্যগ্রহণ হলে সুন্নাহ হলো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হলে দীর্ঘ ও নীরব কেরাতে, আজান-ইকামত ছাড়া দুই রাকাত সালাত আদায় করা। এই সালাতকে 'সালাতুল কুসুফ' বলে। এছাড়া শরীয়ত নির্দেশিত নয় এমন যে কোনো কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা। এটাকে উৎসবে পরিণত না করা।

১৭. চন্দ্রগ্রহণের সময় করণীয় কী?

চন্দ্রগ্রহণও আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন। চন্দ্রগ্রহণ হলে সুন্নাহ হলো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। দোয়া করা। উত্তম হলো সালাত আদায় করা। এই সালাতে ক্বেরাত জোরে পড়বে। এই সালাতকে সালাতুল খুসূফ বলে। এছাড়া শরীয়ত নির্দেশিত নয় এমন যে কোনো কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা। এটাকে উৎসবে পরিণত না করা।

১৮. ইস্তিসকা কী? ইস্তিসকার সালাত কখন পড়তে হয়?

ইস্তিসকা অর্থ বৃষ্টি প্রার্থনা করা। কখনও খুব বেশি মাত্রায় অনাবৃষ্টি হলে এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করা সুন্নাত। এই সালাতকে সালাতুল ইস্তিসকা বলে। এই সালাত মাঠে, উচ্চৈঃস্বরে কেরাত ও খুতবার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। সালাত শেষে সকলে মিলে হাত তুলে দোয়া করা সুন্নাত।

১৯. ফরজ সালাত ব্যতীত কতিপয় সুন্নাত বা মুস্তাহাব সালাত কী কী?

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। এছাড়াও বেশকিছু নফল (অতিরিক্ত ও ঐচ্ছিক) সালাত রয়েছে। নফল সালাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সালাত হলো তাহাজ্জুদ। এছাড়া সূর্যোদয় পরবর্তী ইশরাকের সালাত, চাশতের সালাত, ইস্তিখারার সালাত, তাহিয়্যাতুল অজু ইত্যাদি রয়েছে। অবশ্য ইশরাক ও চাশতের সালাতকে কেউ কেউ একই সালাত বলে গণ্য করেন।

২০. ইসলামে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময়সীমা কী?

ইসলামে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত হলো স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত হওয়া কিংবা পনের বছর বয়সে উপনীত হওয়া। এছাড়া নারীর ক্ষেত্রে মাসিক হওয়া কিংবা সন্তান গর্ভধারণ করাও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত।

২১. প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিধান কী?

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে ইসলামের কোনো বিধান কারও জন্য আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় সকল বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হয়।

২২. সিয়াম পালন করার বিধান কী?

সিয়াম ইসলামে পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম একটি ভিত্তি। রমাদান মাস জুড়ে প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য সিয়াম পালন করা ফরজ। অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে কোনো সিয়াম না রাখতে পারলে সেটা রমাদান পরবর্তী সময়ে কাজা করতে হবে। তবে কখনোই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে প্রতিটি সিয়ামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে 'ফিদিয়া' দিতে হবে।

২৩. রমাদানের সিয়াম ব্যতীত কতিপয় নফল সিয়াম কী কী?

রমাদানের ফরজ সিয়াম ছাড়াও নফল বহু সিয়াম প্রিয়নবী সা. আদায় করেছেন। যেমন প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম। শাওয়াল মাসের সিয়াম। প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম। আশুরার সিয়াম ইত্যাদি।

২৪. সদকায়ে ফিতর কী?

রমাদানের সিয়াম শেষ করার পর যে সদকা ওয়াজিব হয় সেটার নাম সদকায়ে ফিতর। সদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য রমাদানের ভুল-ত্রুটি মাফ করানো এবং গরিবদের ঈদের দিনের খাবার নিশ্চিত করা।

২৫. সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?

ঈদের দিনে যে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যতীত যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকেন, তার ওপর নিজের পক্ষ থেকে এবং যাদের ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে, তাদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। অবশ্য এ বিষয়ে অন্যান্য ইমামদের ভিন্নমতও রয়েছে।

২৬. মুসলমানদের দুই ঈদের প্রচলনের ব্যাপারে প্রিয়নবী সা. কী বলেছেন?

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলি যুগের অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক বৎসরে দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা আনন্দ-উৎসব করতো। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল, যাতে তোমরা আনন্দ-উৎসব করতে। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উক্ত দু'দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিকতর উত্তম দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন। (সুনান নাসাঈ: ১৫৫৬)

২৭. আশুরার সিয়াম কী ও কেন?

মুহাররমের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। এই দিনে মুসা আ. ও তাঁর উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দেন। ইহুদিরা এই দিনে সিয়াম রাখত। প্রিয়নবী সা. মদীনায় গিয়ে তাদেরকে সিয়াম রাখতে দেখে বলেন, মুসা আ. এর প্রতি আমাদের অধিকার আরও বেশি। ফলে তিনি আশুরায় সিয়াম রাখেন। তবে স্বাতন্ত্র্য তৈরির জন্য দশ তারিখের সাথে আরও একটি সিয়াম অতিরিক্ত রাখতে নির্দেশনা দেন।

২৮. যাকাত কার ওপর ফরজ হয়?

সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান যখন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন অর্থাৎ তার নগদ অর্থ, ব্যাংকে জমানো অর্থ, বিক্রির জন্য কেনা ব্যবসায়িক সম্পদ সাড়ে সাত ভরি (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তাহলে সে সম্পদে আড়াই পার্সেন্ট হারে যাকাত ফরজ হয়।

২৯. যাকাত কখন দিতে হয়?

নিসাবের মালিক হওয়ার পর এক চান্দ্রবর্ষ অতিক্রান্ত হলে যাকাত আদায় করতে হবে। এটাকে যাকাত-বর্ষ বলা হয়। অনেকে যাকাত ফরজ হলে সাথে সাথে আদায় না রমাদানের জন্য অপেক্ষা করেন, এটা ভালো পদ্ধতি নয়।

৩০. হজ কখন ফরজ হয়?

স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মুসলিম ব্যক্তি যদি হজের মৌসুমে এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হন যার দ্বারা তিনি হজের যাবতীয় খরচ এবং অধীনস্থ লোকদের সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণ বহন করতে পারেন, তাহলে তার ওপর হজ ফরজ হয়। কারো কাছে যদি নগদ অর্থ না থাকে কিন্তু স্থাবর-অস্থাবর এমন সম্পদ থাকে, যা বিক্রি করে দিলে তিনি হজ করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনযাপনও করতে পারবেন তাহলে সেগুলো বিক্রি করে হলেও হজ করতে হবে।

৩১. পশু জবাই করার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি কী?

পশু-পাখির জবাই সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ১. জবাইকারী মুসলমান কিংবা আহলে কিতাব তথা কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বুঝমান ব্যক্তি হওয়া। ২. জবাইয়ের শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করা। ৩. কোনো ধারালো বস্তু দ্বারা গলার দিক থেকে জবাই করা ৪. এবং শ্বাসনালি , খাদ্যনালি ও দুই শাহরগের অন্তত একটি কেটে রক্ত প্রবাহিত করত জবাই সম্পন্ন করা।

৩২. মাদক কিংবা নেশজাতীয় দ্রব্য সেবন কেমন অপরাধ?

নেশা ও মাদক মানব-সভ্যতার চরম শত্রু। এটা জীবন ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করে, শান্তির পরিবারে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং সমাজে অনাচার ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। নেশা ও মাদক সভ্যতার চাকা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তাই কল্যাণের ধর্ম ইসলামে নেশা ও মাদক সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও (ভাগ্য নির্ণায়ক) শর ঘৃণ্য বস্ত, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং তোমরা কি বিরত হবে না? (সূরা মাইদা: ৯০-৯১)

৩৩. পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি কী?

ইসলাম বিশেষ পোশাককে আবশ্যক করে না। তবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অপরিহার্যতার কথা বলে। যেমন ১. পোশাক দ্বারা সতর ঢাকতে হবে ২. অধিক পাতলা ও আঁটসাঁট না হওয়া ৩. বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া ৪. অহংকার বা লোক দেখানোর জন্য না হওয়া ৫. পুরুষদের পোশাক কুসুম রং বা

গাঢ় লাল রঙের না হওয়া ৬. পুরুষের পোশাক নারীদের সাথে এবং নারীর পোশাক পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া ইত্যাদি।

৩৪. ছেলেরা কি স্বর্ণ বা রুপার চেইন বা আংটি ব্যবহার করতে পারবে?

অলংকার নারীদের ভূষণ। পুরুষদের জন্য সব ধরনের অলংকার নিষিদ্ধ। তবে তারা শুধুমাত্র রুপার আংটি ব্যবহার করতে পারেন। রুপার পরিমাণ হতে হবে এক মিসকাল তথা ৪.৩৭৪ গ্রামের কম। সৌন্দর্যের জন্য ছেলেদের গলায় চেইন বা হাতে ব্রেসলেট ব্যবহার করা জায়েজ নেই। কারণ এতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হয়।

৩৫. দাড়ির রাখার বিধান কী?

প্রিয়নবী সা. দাড়ি রেখেছেন এবং দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে দাড়ি রাখতে হবে এই বিষয়ে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই। দাড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে অতিরিক্ত অংশ কাটাকে অনেকে জায়েজ বলেছেন। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডন করা কিংবা এক মুষ্টির কম কেটে ফেলাকে কোনো আলেমই জায়েজ বলেননি।

৩৬. জীবিকা উপার্জন করা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

ইসলামে বৈরাগ্য নেই। সুতরাং নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, ঋণ পরিশোধের জন্য এবং যাদের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব তাদের ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জন করা ফরজ। তবে কেবল লোক দেখানোর জন্য কিংবা অহংকার প্রদর্শনের জন্য উপার্জন করা বৈধ নয়। উপার্জনের জন্য হালাল পেশা অবলম্বন করতে হবে। যে কাজ হারাম বা হারামের পথে সহযোগী হয় এমন পেশা অবলম্বন করা যাবে না।

৩৭. শরীরে ট্যাটু আঁকার বিধান কী?

শরীরে ট্যাটু বা উল্কি আঁকা ইসলামে অনুমোদিত নয়। যারা উল্কি আঁকে কিংবা আঁকায় হাদীসে তাদেরকে অভিশম্পাত করা হয়েছে। প্রিয়নবী সা. বলেন, আল্লাহ ঐ নারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, যে পরচুলা লাগায়, আর অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়। (সহিহ বুখারি: ৫৯৩৭)

৩৮. যাদের শরীরে ট্যাটু আছে তাদের করণীয় কী?

যারা ইতোমধ্যে ট্যাটু বা উল্কি আঁকিয়েছেন, তারা সেগুলো তুলে ফেলবেন এবং তাওবা করবেন। আর যদি তুলতে গেলে অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে তাহলে শুধু তাওবা করবেন।

৩৯. কুকুর পালন করা কেমন?

বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন সকল আলেমের মতেই নিষিদ্ধ। তবে শিকার করা, পাহারা দেওয়া ইত্যাদি বৈধ প্রয়োজনে কুকুর পালন করা জায়েজ। প্রিয়নবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারা অথবা শিকার করা অথবা ক্ষেত পাহারা ব্যাতীত অন্য কোনো কারণে কুকুর রাখবে, তার সওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত (পাহাড় পরিমাণ) করে কমে যাবে। (সহিহ মুসলিম: ১৫৭৫)

৪০. কুকুরকে খাবার দেওয়া কেমন কাজ?

সকল প্রাণীর প্রতিই প্রিয়নবী সা. সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন নাজায়েজ হওয়া অর্থ এটা নয় যে, তাদেরকে খাবার দেওয়া যাবে না। কুকুরকে খাবার দেওয়া বা তার কষ্ট দূর করায় কোনো দোষ নেই। যেমন এক নারী কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাত লাভ করেছিলেন মর্মে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৪১. যিনা-ব্যভিচার কী? যিনার ভয়াবহতা কী?

বিবাহ-বহির্ভূতভাবে নারী ও পুরুষে যে অবৈধ মিলন সেটাকেই যিনা বা ব্যভিচার বলে। ইসলামে যিনাকে কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। মানবজাতিকে লিভ-টুগেদারের মতো মহা-অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আদর্শ পরিবার গঠন ও মানব বংশবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে আল্লাহ তায়ালা যিনার কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন। যিনার প্রচলন ঘটলে কেউ সন্তানের দায়িত্বভার নিতে রাজি হয় না। ফলে মানবজাতি বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। যেমনটি ফ্রি-মিক্সিং বৈধ থাকা বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার হার হ্রাসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই ইসলামে যিনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সেটা কেউ পারস্পরিক সম্মতিতে করলেও হারাম হিসেবেই গণ্য হবে।

৪২. কোন্ জিনিসগুলো যিনা বা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত?

প্রিয়নবী সা. বলেন, দুই চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের যিনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যিনা স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে (সহিহ মুসলিম: ২৬৫৭)

৪৩. যিনা থেকে বেঁচে থাকলে কী পুরস্কার পাওয়া যাবে?

প্রিয়নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিহ্বা এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থান হেফজতের গ্যারান্টি দেবে আমি তার জন্য জান্নাতে গ্যারান্টি দেব (বুখারি)।

৪৪. রাস্তাঘাটের আদবগুলো কী?

প্রিয়নবী সা. বলেছেন, রাস্তায় বসে থাকা তোমরা পরিহার করবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (রাস্তার উপরে) নানা প্রয়োজনে আমাদের বসতে হয়, কথাবার্তা বলতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একান্তই যদি তোমাদের তা করতে হয়, তবে রাস্তাকে তার প্রাপ্য হক দেবে। তাঁরা বললেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং নেককাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা। (সহিহ মুসলিম: ২১২১)

৪৫. চোখের হেফাজতের কুরআনে ব্যাপারে মুমিন পুরুষদেরকে কী বলা হয়েছে?

(হে নবী!) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।(সুরা নুর: ৩০)

৪৬. চোখের হেফাজতের কুরআনে ব্যাপারে মুমিন নারীদেরকে কী বলা হয়েছে?

(হে নবী!) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।(সুরা নুর: ৩১)

৪৭. হস্তমৈথুন করার বিধান কী?

নিজের প্রবৃত্তির খাহেশাত মেটানো কিংবা পুলক অনুভব করার জন্য হস্তমৈথুন করা হারাম। আল্লাহর তায়ালা বলেন, "এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে, নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, কেননা এদের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না, এবং কেউ স্ত্রী কিংবা দাসী ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী (সুরা মুমিনুন: ৫-৭)

৪৮. সামর্থ্যবান যুবকদেরকে কেন রাসুল সা. বিয়ে করতে বলেছেন?

কারণ বিয়ে চরিত্রকে হেফাজত করে। প্রিয়নবী সা. বলেছেন, "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান সংযমী করে। (সহিহ বুখারি: ৫০৬৬)

৪৯. কেউ বিয়ের উপযুক্ত হলে কিন্তু বিয়ের আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে তার ব্যাপারে প্রিয়নবী সা. কী বলেছেন?

প্রিয়নবী সা. তাকে সিয়াম রাখতে বলেছেন। তিনি বলেন, আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম তার লজ্জাস্থানকে সংযমী করবে। (সহিহ বুখারি: ৫০৬৬)

৫০. পর্দা কী ও কেন?

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও অকাট্য বিধান। কুরআন মজীদের কয়েকটি সূরায় পর্দা-সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। পর্দার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সকল শ্রেণীর ঈমানদার নারী-পুরুষকে সম্বোধন করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন তিনি যেন তাঁর স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রাখার আদেশ দেন। অনেকে মনে করেন, পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য। এ ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যও পর্দা অপরিহার্য। তবে উভয়ের পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যে শ্রেণীর জন্য যে পর্দা উপযোগী তাকে সেভাবে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারী নিজেকে সংযত রাখবে, আবৃত রাখবে। পুরুষ নিজেকে সংযত রাখবে, চোখের হেফাজত করবে।

৫১. সন্তান দত্তক নিয়ে লালনপালন করলে তার সাথে কি মাতা-পিতার পর্দা করতে হবে?

দত্তক নেওয়া সন্তান ছেলে হলে পালক মায়ের সাথে পর্দা করতে হবে। মেয়ে হলে পালক পিতার সাথে পর্দা করতে হবে। ইসলামে এতিমের লালনপালন অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কিন্তু পালিত সন্তান কখনোই মাহরাম হবে না এবং পালিত সন্তানের প্রকৃত পিতা-মাতার পরিবর্তে পালক পিতা-মাতার নাম ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য সন্তানের দুই বছর হওয়ার আগে যদি এমন কারও দুধ পান করানো যায়, যার মাধ্যমে পালক পিতা-মাতা মাহরাম হয়ে যান, তাহলে পর্দা করতে হবে না।

৫২. কে সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং কে অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন?
পিতা-মাতা সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আর পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিজি: ১৮৯৯)

৫৩. সন্তানের উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?
মাতা-পিতা। এক ব্যক্তি এসে প্রিয়নবী সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার উত্তর আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। (সহিহ বুখারি: ২৫৪৮)

৫৪. চোরাই মাল ক্রয় করা যাবে কি?
নিশ্চিত জানা থাকলে কিংবা প্রবল ধারণা হলে চোরাইকৃত পণ্য কেনা জায়েজ হবে না। জেনেশুনে চোরাই পণ্য কেনা মানে চোরকেই সহযোগিতা করা। আল্লাহর তায়ালা বলেছেন, তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। (সুরা মায়েদা: ৩)

৫৫. কোন্ ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা উচিত?
দৌড়, সাঁতার, তীরন্দাজিসহ যেসকল খেলা ফিটনেস বর্ধিত করতে কাজে লাগে এবং মানসিক রিফ্রেশমেন্ট তৈরি করে — সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ।

৫৬. কোন্ ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা উচিত নয়?

কোনো খেলা খেলতে গিয়ে বা দেখতে গিয়ে যদি জুয়া, পর্দা লঙ্ঘন ইত্যাদির মতো হারাম কিছুতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে কিংবা যে খেলায় কোনো মানুষ, পশু-পাখির ক্ষতির ভয় থাকে এবং যে খেলায় অত্মনিমগ্নতা সালাত ইত্যাদি ইবাদত থেকে দূরে রাখে— সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা হারাম।

৫৭. লটারি কেনা কি জায়েজ?

কিছু প্রতিষ্ঠান দশ টাকা বিশ টাকা মূল্যের লটারী টিকেট ছাড়ে। এতে এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা, গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরস্কার পায় কেবল কয়েকজন। আর বাকিরা কিছুই পায় না। তাদের মূল টাকাই গচ্চা যায়। এধরনের লেনদেনকেই শরীয়তের ভাষায় 'কিমার' বা জুয়া বলে। যা সম্পূর্ণ হারাম।

৫৮. কারও সাথে ঝগড়া হলে সর্বোচ্চ কতদিন কথা বন্ধ রাখা যাবে?

প্রিয়নবী সা. মুসলমানদেরকে ভাই ভাই হয়ে থাকতে বলেছেন। ঘটনাক্রমে কারোর সাথে বিবাদ হয়ে গেলে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা নাজায়েজ ও হারাম। প্রিয়নবী সা. আরও বলেছেন, দুই বিবাদকারীর মধ্যে উত্তম হলো, যে আগে সালাম প্রদান করে।

৫৯. কাউকে ঠাট্টা বা ট্রল করলে কী হয়?

কোনো মুসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা করা বা ট্রল করা কবীরা গুনাহ। হারাম কাজ। আল্লাহর তায়ালা বলেন, "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী থেকে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না"। (সুরা হুজরাত: ১১)

৬০. কারও নাম পরিবর্তন করে কিংবা মন্দ নামে ডাকা কেমন কাজ?

কোনো মানুষের নাম পরিবর্তন করা কিংবা তাকে এমন কোনো নাম বা উপাধি দেওয়া যেটা সে অপছন্দ করে, নিঃসন্দেহে সেটা হারাম ও কবিরা গুনাহ। এবং এগুলো একপ্রকার গিবতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর তায়ালা বলেন, "তোমরা কাউকে মন্দ নামে ডেকো না" (সুরা হুজরাত: ১১)। অবশ্য কেউ যদি কোনো উপাধি পছন্দ করে, তবে তাকে সে নামে ডাকা যেতে পারে।

৬১. গিবত কাকে বলে?

প্রিয়নবী সা.বলেছেন, গিবত হলো তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা যা সে শুনলে অপছন্দ করত। (সহিহ মুসলিম) আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত খেতে চাইবে ?" (সুরা হুজরাত: ১২)

৬২. কারোর মধ্যে আসলেই কোনো দোষ থাকলে সেটা বললেও কি গিবত হবে?

"প্রিয়নবী সা. কে সাহাবিগণ বললেন, যদি ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতই সেই দোষ থাকে তবুও কি গিবত হবে? তিনি বললেন, দোষ থাকলেই তো গিবত হবে। অন্যথায় হবে অপবাদ"।

৬৩. কারও দোষ সম্পর্কে জানতে পারলে করণীয় কী? গোপন করতে হবে নাকি প্রকাশ করতে হবে?

কোনো মুসলমান যদি ব্যক্তিগত পাপ কাজ করে ফেলেন কিন্তু সে পাপ তিনি বলে বেড়ান না, সে পাপের দিকে মানুষকে ডাকেন না, মানুষ জেনে ফেলুক এটা তিনি চান না কিংবা তার থেকে সচরাচর এরকম পাপ প্রকাশ পায় না, তাহলে এমন দোষ গোপন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। প্রিয়নবী সা. বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করবেন। (সহিহ বুখারি)। এটা হলো এমন অন্যায়ের ক্ষেত্রে যা ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে। তবে কোনো পাপ চোখের সামনে ঘটতে থাকলে সেটাকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ ও বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬৪. আত্মহত্যা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

একজন ঈমানদার কখনোই আল্লাহর ওপর থেকে আস্থা হারাতে পারে না। সর্ববস্থায় সে আল্লাহর রহমতের আশা করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। ইসলামী আইন ও বিধানে আত্মহত্যাকে হারাম করা হয়েছে এবং তার পরিণতিতে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি যেভাবে আত্মহত্যা করেছে, সেভাবেই তাকে শাস্তি দেওয়া হতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর করুণাময়।' (সূরা আন-নিসা: ২৯-৩০)

প্রিয়নবী সা. বলেন, 'যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে, তার শাস্তি অনন্তকাল সেভাবেই চলতে থাকবে।' (মুসলিম ও তিরমিজি)।

৬৫. ঘুষ সম্পর্কে প্রিয়নবী সা. কী বলেছেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতার ওপর আল্লাহর লানত (ইবনে মাজাহ: ২৩১৩)।

৬৬. কোন্ অপরাধের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তারঁ রাসুল সা. যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন?

সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যাহ আছে তাহ ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (সুরা বাকারা: ২৭৮, ২৭৯)

৬৭. সুদকে কেউ হালাল মনে করলে তার বিধান কী?

সুদ কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেউ যদি সুদকে হালাল মনে করে, তাহলে সে মুসলমানই থাকবে না। সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি হারাম বলে বিশ্বাস করার পরও কোনো কারণে সুদে লিপ্ত হয়ে যায় তবে সে কবিরা গুনাহকারী ফাসেক বলে গণ্য হবে।

৬৮. সুদী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা যাবে কি?

প্রিয়নবী সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অভিশম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক, সুদের সাক্ষী সবার ওপর। তারা সবাই সুদের গুনাহে সমান অংশীদার (সহিহ মুসলিম)।

৬৯. ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা কী?

হারাম কোনো কাজে সম্পদ ব্যয় করা হারাম। হালাল কাজেও যদি প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খরচ করা হয়, তাহলে সেটাও অপচয় ও নাজায়েজ হবে। আল্লাহ তায়ালা ব্যয়ের নীতিমালা সম্পর্কে বলেন, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে"। (সুরা ফুরকান: ৬৭)

৭০. দান-সাদাকা কি প্রকাশ্যে করা উচিত নাকি গোপনে?

নফল দান গোপনে করাই উত্তম। তবে প্রকাশ্যে করলেও সওয়াব পাওয়া যাবে, বিশেষত যদি সেটা অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য হয়। আল্লাহর তায়ালা বলেন, তোমরা প্রকাশ্যে দান করলে তাও ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীকে দাও, তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। দানের কারণে তোমাদের অনেক পাপ মোচন হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সুরা বাকারা: ২৭১)

৭১. সাধারণ অমুসলিমদের সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করতে বলেছেন?

আল্লাহ তাদের সাথে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, "যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি বা তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন"। (সুরা মুমতাহিনা: ৮)

৭২. মানত কী?

শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়নি এমন কোনো ইবাদত নিজের জন্য আবশ্যক করে নেওয়াকে মানত বলে। যেমন অমুক উদ্দেশ্য হাসিল হলে আমি এত টাকা দান করব।

৭৩. মানত করা কেমন কাজ?

বিপদাপদ দূর করার জন্য কুরআন-হাদীসে দান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মানত করতে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। তবে মানত করে ফেললে পূর্ণ করা আবশ্যক। প্রিয়নবী সা. বলেন, মানত আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে না। তবে মানতের দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু আদায় করা হয়। (বুখারি: ৬৬০৮)।

৭৪. কেউ মানত করে পূর্ণ করতে না পারলে তার কী কাফফারা দিতে হবে?

দশজন মিসকিনকে অন্তত মধ্যম মানের খাবার খাওয়াতে হবে অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দিতে হবে কিংবা একজন গোলাম আযাদ করতে হবে। এই তিনটার যে কোনো একটা করলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কোনোটাই সম্ভব না হলে তিনদিন সিয়াম রাখতে হবে।

৭৫. শপথ করার বিধান কী?

শপথ করা মৌলিকভাবে বৈধ কাজ। তবে অধিক শপথ করা নিন্দনীয় কাজ। আল্লাহ অধিক শপথকারীর নিন্দা করে বলেছন, "হে রাসুল! আপনি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যে অধিক শপথ করে, যে তুচ্ছ (সুরা কলম: ১০)। শপথ করতে হলে আল্লাহর নামেই করতে হবে। এমনকি প্রিয়নবী সা. বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করে তাহলে সে শিরক করল (তিরমিজি)।

৭৬. শপথ ভঙ্গ করলে কী কাফফারা দিতে হয়?

শপথ ভঙ্গের কাফফারা মানত ভঙ্গ করার মতোই। দশজন মিসকিনকে অন্তত মধ্যম মানের খাবার খাওয়াতে হবে অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দিতে হবে কিংবা একজন গোলাম আযাদ করতে হবে। এই তিনটার যে কোনো একটা করলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কোনোটাই সম্ভব না হলে তিনদিন সিয়াম রাখতে হবে।

৭৭. কোনো মন্দ কাজ করার ব্যাপারে শপথ করলে করণীয় কী?

কোনো মন্দ কাজ করার জন্য শপথ করা বৈধ নয়। তবে কেউ যদি করেই ফেলে, তবে তার উচিত হবে শপথের কাফফারা আদায় করে দেওয়া। তবুও মন্দ কাজটা না করা।

৭৮. কোন্ ধরনের দান সর্বশ্রেষ্ঠ?

প্রিয়নবী সা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন্ দান সর্বোত্তম? তিনি বলেছেন, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, সম্পদের প্রতি মায়া থাকে এবং দারিদ্র্যের ভয় থাকে তখন যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান। (বুখারি, মুসলিম)

৭৯. দান করার পর কী করলে দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়?

দান করার পর খোটা দিলে কিংবা দানগ্রহীতাকে কথা বা আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দিলে দানের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহর তায়ালা বলেন, "হে মুমিনগণ দানের কথা প্রচার করে ও গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নষ্ট করো না" (সুরা বাকার: ২৬৪)।

৮০. কাউকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

কুরআন এবং হাদীসে পরস্পরকে উপহার দিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। প্রিয়নবী সা. বলেছেন, তোমরা পরস্পরকে উপহার দাও, তোমাদের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে (আল-আদাবুল মুফরাদ: ৫৯৪)। হাদিয়া সামান্য হলেও যেন সেটাকে নিরুৎসাহিত না করা হয়, এজন্য বিশেষভাবে নারীদেরকে নবীজি সা. বলেছে, হে মুসলিম নারীগণ! তোমরা প্রতিবেশিকে হাদিয়া দিতে ছাগলের খুরকেও তুচ্ছ মনে করো না (বুখারি: ২৫৬৬)। তবে মুমিনের অন্য সব কাজের মতোই উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। কোনো মন্দ কাজ বা মন্দ উদ্দেশ্যে উপহার দেওয়া যাবে না।

৮১. কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের বিধান কী?

প্রিয়নবী সা. বলেছেন, মুসলমানের হারানো বস্তু জাহান্নামের আগুন (তিরমিজি: ১৮৮১)। অর্থাৎ হারানো জিনিস পেয়ে কেউ নিজে নিয়ে নিলে এবং সেটার আমানত রক্ষা না করলে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। হারানো জিনিসের আমানত রক্ষার ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থাশীল হলে কুড়িয়ে নেওয়া উত্তম। আস্থাশীল না হলে নেওয়া যাবে না।

৮২. কুড়িয়ে কোনো জিনিস পেলে কী করতে হবে?

কুড়ানো জিনিস সামান্য মূল্যের হলে ততদিন পর্যন্ত সেটার প্রচার করতে হবে যতদিন মনে হবে যে, মালিক হয়ত এখনও জিনিসটি খুঁজছে কিংবা মালিককে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি মূল্যবান জিনিস হয় তাহলে অন্তত এক বছর পর্যন্ত সেটার প্রচার করতে থাকতে হবে। এরপরও মালিক না পাওয়া গেলে কোনো দরিদ্রকে দান করে দিতে হবে। প্রচারকারী দরিদ্র হলে সে নিজেও ভোগ করতে পারবে।

৮৩. মিথ্যা সাক্ষ্য কাকে বলে? মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কেমন পাপ?

কারও জান-মালের ক্ষতি করা, সম্পদ আত্মসাৎ করা কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বানানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্য বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো,

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন (বুখারি: ২৬৫৪)।

৮৪. বন্ধুদের প্রতি পরিক্ষার ফলাফল কিংবা পড়ালেখা নিয়ে হিংসা চলে আসলে করণীয় কী?

হিংসা বলা হয়, আল্লাহর তায়ালা অন্যকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সেটার দূর হয়ে যাওয়া কামনা করা। এমন হিংসা সর্বসম্মতভাবে হারাম কাজ। এতে আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসম্মান ও বিদ্রোহ করা হয়। তবে কেউ ভালো কিছু অর্জন করলে সেটা নিজের জন্যও চাওয়াকে 'গিবতা' ঈর্ষা বলে। এটি নাজায়েজ নয়; বরং ভালো কাজে প্রতিযোগিতা প্রশংসনীয় বিষয়।

৮৫. দায়্যুস কাকে বলে?

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, পরিবার কিংবা অধীনস্ত নারীদের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা, ব্যভিচার কিংবা অশ্লীল কাজ দেখেও নিষেধ করে না, ঘৃণাবোধ করে না (মিরকাত)।

৮৬. দায়্যুসের শাস্তি কী?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়্যুস। (নাসাঈ: ২৫৬২)

৮৭. মাসিক অবস্থায় নারীর জন্য করণীয়-বর্জনীয় কী?

মাসিক অবস্থায় নারীর জন্য সালাত ও সিয়াম পালন করা বৈধ নয়। মাসিক থেকে পবিত্র হয়ে সিয়ামের কাজা করবে, সালাতের কাজা করতে হবে না। স্বামীর সাথে সহবাস করা, কুরআন স্পর্শ করা, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ইত্যাদি কাজ মাসিক অবস্থায় নিষিদ্ধ। তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করা যাবে না। তবে দুআ, দুরুদ ও জিকির পড়া যাবে।

৮৮. অহংকার কী?

মানুষের সবচেয়ে খারাপ গুণের একটি হলো অহংকার। অহংকার মানে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। অন্যকে তুচ্ছ বা ছোট মনে করা। সত্য জেনেও কোন কিছুকে মেনে না নেওয়া।

৮৯. অহংকারের শাস্তি কী?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। আল্লাহ ভালো জানেন কে বেশি পরহেযগার। (সূরা নজম-৩২) প্রিয়নবী সা. বলেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (আবু দাউদ)।

৯০. মিথ্যা বলার পরিণতি কী?

মিথ্যা বলা মহাপাপ। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মুমিনের মধ্যে সব ধরনের গুণ থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার গুণ থাকতে পারে না। আয়েশা রা. বলেন, সাহাবাগণের নিকট মিথ্যার চেয়ে ঘৃণ্য কোন চরিত্র ছিলো না। প্রিয়নবী সা. বলেন, তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের পথ দেখায় (সহিহ মুসলিম)।

৯১. মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা যাবে কি?

মিথ্যা মিথ্যাই। মানুষকে হাসানোর জন্যও মিথ্যা বলা যাবে না। প্রিয়নবী সা. বলেন, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির যে লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস। তার জন্য ধ্বংস। (আবু দাউদ: ৪৯৯০)

৯২. গালমন্দ করা কেমন পাপ?

মানুষ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে যাবে জবান ও লজ্জাস্থানের কারণে। জবানের সবচে বড় গুনাহগুলোর একটি হল গালমন্দ করা। গালমন্দ করা একটি মারাত্মক কবীরা গোনাহ। মুখের ভাষা খারাপ হওয়া এবং গালিগালাজের কারণে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা তৈরি হয়। ঝগড়া-ফসাদ হয়। আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন তারা যেন উত্তম কথা বলে। শয়তান মন্দ কথার দ্বারা তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরী করে। নিশ্চই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরা- ইসরা-৫৩)। প্রিয়নবি সা. বলেন, কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া পাপাচারিতা এবং কাউকে হত্যা করা কাফের হওয়ার সমতুল্য। (তিরমিজি: ২৬৩৫)।

৯৩. কেয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে কোন্ আমল?

উত্তম চরিত্র আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে। প্রিয়নবী সা. বলেন, কিয়ামতের দিন মীযানে উত্তম চরিত্রের চেয়ে বেশি ওজন আর কোন জিনিস হবে না। (তিরমিজি: ২০০৩)

৯৪. সহনশীলতা ও ক্ষমা কী?

সহনশীলতা ও ক্ষমা হলো নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো প্রতিশোধ না নেওয়া। সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণ অত্যন্ত উন্নত ও মহান চারিত্রিক গুণ। কুরআন ও হাদিসে এই গুণের অজস্র প্রশংসা হয়েছে এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে নবী! আপনি ক্ষমাশীলতা গ্রহণ করুন, সদাচরণের আদেশ দিন এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা করুন। (আরাফ-১৯)

৯৫. অমুসলিমের ঘরে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

অমুসলিমের বাড়িতে বা তাদের দেওয়া খাবার খেতে অসুবিধা নেই। তবে খাবার হালাল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৯৬. বন্ধুদের সকল কাজে কি সহযোগিতা করা যাবে?

মানুষকে সহিযোগিতা করা একটি মহৎ গুণ। প্রিয়নবী সা. বলেন, আল্লাহ মানুষকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ মানুষ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে (সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯)। তবে সহযোগিতা হতে হবে নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে। অন্যায় কাজে কোনোভাবে সহযোগিতা করা যাবে না। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। অন্যায় ও সীমালজ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করো না। (সুরা মায়েদা: ২)।

৯৭. একজন তরুণ কীভাবে ভালো মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে?

কোনো মানুষ ভালো হওয়ার জন্য অন্যতম প্রধান উপায় হলো সৎ ও উত্তম বন্ধু নির্বাচন করা। বহু মানুষ মন্দ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভালো বন্ধু নির্বাচন করা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯৮. লজ্জা কি শুধু নারীর ভূষণ?

লজ্জা শুধু নারীর ভূষণ নয়, বরং মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক। মানুষ লজ্জার কারণেই মানুষ। অন্যথায় সে পশুতে পরিণত হতো। লজ্জাশীলতা হল, যা মানুষকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে বাঁচতে সাহায্য করে, কারো হক বিনষ্ট করতে বাধা দান করে। প্রিয়নবী সা. বলেন, লজ্জা ঈমানের অংশ (বুখারি, মুসলিম)। লজ্জাশীলতার অন্তর্ভুক্ত হল নিজের সুনাম নষ্ট হতে না দেওয়া। অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহ

থেকে বেঁচে থাকা। নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করা। ঘরের কথা বাইরে না বলা। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করা। জ্ঞানার্জনে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে বিরত থাকার নাম লজ্জাশীলতা নয়।

৯৯. দুনিয়ার ব্যাপারে একজন মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

দুনিয়া আখেরাত উপার্জনের মাধ্যম। মুমিন জীবিক উপার্জন করবে, নিজের জন্য এবং অন্যদের কল্যাণের জন্য। কিন্তু দুনিয়া তার অন্তরে জায়গা নিতে পারবে না। দুনিয়া ভোগের জায়গা নয়। মুমিনের ভোগের জায়গা হলো আখেরাত। দুনিয়াবিমুখতা নবী-রাসুলদের গুণ। দুনিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। আর আখেরাত চিরস্থায়ী। বিখ্যাত তাবেয়ি ইউনুস বিন মাইসারা রহ. বলেন, হালালকে হারাম বানানো, সম্পদ নষ্ট করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়। প্রকৃত দুনিয়াবিমুখতা হল নিজের কাছে থাকা উপায় উপকরণের চেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা বেশি থাকা।

১০০. উম্মতের প্রতি প্রিয়নবী সা. এর শেষ কথা কী ছিল?

প্রিয়নবী সা. এর শেষ কথা ছিল, সালাতের প্রতি যত্ন নিও, সালাতের প্রতি যত্ন নিও এবং অধীনস্তদের সাতে সদাচরণ করো (ইবনে মাজাহ: ২৬৯৮)

সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ— ২০২৩

সীরাত

এখানে প্রিয়নবি সা.—এর জীবনী সম্পর্কে ১০০টি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। এগুলো আয়ত্ত করতে হবে। এখান থেকে এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন আসবে।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

১. কোন নবীর মাধ্যমে মক্কায় মানব বসতি গড়ে ওঠে?
উত্তর: হযরত ইসমাইল আ.

২. জাহেলী যুগে আরবদের পূজনীয় বড় বড় কয়েকটি মুর্তির নাম?
উত্তর: হোবাল, লাত, মানাত ও উযযা।

৩. জাযিরাতুল আরবে মুশরিক ছাড়া আর কোন কোন ধর্মের অনুসারী ছিল?
উত্তর: ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্রিপূজক এবং সাবেয়ী (নক্ষত্রপূজারী)।

৪. আরবদের কিছু চারিত্রিক গুণাবলি লিখ?
উত্তর: দয়া-দানশীলতা, আতিথেয়তা, বীরত্ব ও বেদুইনদের সরলতা।

৫. কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য হস্তিবাহিনী নিয়ে এসেছিল কে, এবং ঘটনাটি কত সালে ঘটেছিল?
উত্তর: ইয়ামেনের গভর্নর আবরাহা। রাসুল সা. এর জন্মের ৫০/৫৫ দিন আগে, ৫৭১ ঈসায়ী সালের মুহাররম মাসে।

৬. কুরআনের কোন সুরায় আবরাহার হস্তিবাহিনীর আলোচনা এসেছে?
উত্তর: কুরআনের ১০৫ নং সুরা, সুরা ফিল।

৭. কে রাসুল সা. এর নাম মুহাম্মাদ রেখেছেন?
উত্তর: নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

৮. মায়ের পর কে শিশু মুহাম্মাদ সা. কে দুধ পান করান?
উত্তর: আবু লাহাবের দাসী ছাওবিয়া।

১০. প্রথম কতো বছর বয়সে রাসুল সা. এর সিনা চাক বা বক্ষ-বিদীর্ণ করা হয়েছিল?
উত্তর: ৪/ ৫ বছর বয়সে।

১১. সিনা চাক বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সা. শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে জিবরাইল আ. এলেন। তিনি রাসুল সা. কে শুইয়ে বুক চিরে কলব বের করলেন, কলবের একটি অংশ বের করে বললেন, একটি শয়তানের অংশ। এরপর কলব একটি পেয়ালায় রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে যথাযথস্থানে রেখে দিলেন। একে চিনা চাকের ঘটনা বলা হয়।

১২. রাসুলের সা. মা আমেনা কবে, কোথায় ইন্তেকাল করেন?

উত্তর: নবীজির বাবার কবর যেয়ারত করতে এসে মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। রাসুল সা. এর বয়স তখন ৬ বছর।

১৩. মায়ের মৃত্যুর পর রাসুল সা. কার স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত হন?

উত্তর: দাদা আব্দুল মুত্তালিবের।

১৪. নবীজির কতো বছর বয়সে দাদা ইন্তেকাল করেন?

উত্তর: ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন।

১৫. কতো বছর বয়সে নবীজি চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যান, এবং কোন পাদ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে?

উত্তর: ১২ বছর বয়সে। জারজিস নামক পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। যিনি বাহীরা নামে পরিচিত ছিলেন।

১৬. খ্রিস্টান ধর্মযাজক বাহীরা আবু তালিবকে মুহাম্মদ সা. কে সাথে নিয়ে কোন দেশে যেতে নিষেধ করেছিলেন?

উত্তর: শাম

১৭. রাসূল সা এর বিশ বছর বয়সে উকায বাজারে সংঘটিত যুদ্ধকে 'ফিজার যুদ্ধ' বলা হয় কেন?

উত্তর: নিষিদ্ধ বস্তু ও পবিত্র মাসের পবিত্রতা নষ্ট করায়।

১৮. নবীজির উদ্যোগে সংগঠিত হিলফুল ফুজুলের অন্যতম লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর: মক্কায় সংঘটিত যে কোনো প্রকার জুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ করা এবং জাহেলী যুগের যাবতীয় বে-ইনসাফী দূরীকরণ।

১৯. রাসুলের সা. কোন কোন গুণাবলি খাদিজা রা. কে মুগ্ধ করে?
উত্তর: উন্নত চরিত্র, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা।

২০. কতো বছর বয়সে নবীজি সা. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?
উত্তর: ২৫ বছর বয়সে।

২১. খাদিজা রা. এর ঘরে রাসুল সা. এর কতজন সন্তান ছিল, এবং তাদের নাম কী?
উত্তর: মোট ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহন করেন— কাসেম, যয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং আব্দুল্লাহ। ফাতেমা রাযি. ছাড়া সকল সন্তান রাসুলের সা. জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করেন। আর ফাতেমা রাযি. নবীজির ইন্তেকালের মাত্র ৬ মাস পর মৃত্যবরণ করেন।

২২. কবে, এবং কোথায় সর্বপ্রথম রাসুল সা. এর ওপর ওহী নাযিল করা হয়?
উত্তর: ৪০ বছর বয়সে, রমজান মাসে হেরা গুহায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল অবস্থায় জিবরাইল আ. নবীজির কাছে ওহী নিয়ে আসেন।

২৩. সর্বপ্রথম কোন আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর: সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

২৪. কতো পদ্ধতিতে রাসুল সা. এর উপর ওহী নাযিল হতো?
উত্তর: ৭ পদ্ধতিতে।
২৫. কোন পদ্ধতি সবচেয়ে কঠোর ছিল?

উত্তর: ঘন্টাধ্বনির মতো টনটন শব্দে ওহী আসতো, এ অবস্থায় ফেরেশতা তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং প্রচন্ড শীতেও নবীজির কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো।

২৬. রাসুল সা. কাদের কাছে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান?
উত্তর: পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবের কাছে।

২৭. রাসুলের সা. দাওয়াতে সর্বপ্রথম কারা সাড়া দিয়েছিলেন?
উত্তর: উম্মুল মুমিনীন খাদিজা, যায়েদ বিন হারিসা, আলী, এবং আবু বকর রাযি. ।

২৮. কতদিন পর্যন্ত দীনের দাওয়াত গোপনভাবে চলেছিল?
উত্তর: ৩ বছর।

২৯. সিজদারত অবস্থায় কে নবীজির কাধে উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল?
উত্তর: ওকবা ইবনে আবু মুঈত।

৩০. ইসলাম গ্রহণের কারণে কোন সাহাবীকে তাঁর চাচা চাটাইয়ের ভেতরে জড়িয়ে ধোঁয়া দিতো?
উত্তর: উসমান ইবনে আফফান রাযি.।

৩১. বেলাল রাযি. কার ক্রীতদাস ছিলেন?
উত্তর: উমাইয়া ইবনে খালফ।

৩২. উমাইয়া ইবনে খালফের হাতে বেলাল রাযি. কে নির্যাতিত হতে দেখে কোন সাহাবী তাকে ক্রয় করে মুক্তির ব্যবস্থা করেন?
উত্তর: আবু বকর রাযি.।

৩৩. আমিনাহ শিশুপুত্র মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় গিয়ে কত দিন অবস্থান করেন?

উত্তর: ১ মাস।

৩৪. নবুয়ত লাভের কত বছর আগ থেকে রাসূলুল্লাহ সা. হেরা গুহাতে ইবাদতে থাকতেন?
উত্তর: ৩ বছর।

৩৫. জিবরাঈল আ: রাসূলুল্লাহকে কখন অজুর পদ্ধতি শিক্ষা দেন?
উত্তর: প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর।

৩৬. কোন সাহাবীকে ইসলাম গ্রহণের কারণে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়ায় পিঠ পুড়ে সাদা গিয়েছিল?
উত্তর: খাব্বাব ইবনে আরাত রা.।

৩৭. পাপিষ্ঠ উকবা ইবনে আবী মু'আইত রাসূলুল্লাহ সা. এর গলা টিপে ধরলে কে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন?
উত্তর: আবু বকর রা.।

৩৮. উম্মুল মুমিনীন খাদিজাহ রা. কখন ইন্তেকাল করেন?
উত্তর: নবুয়তের ১০ম বছর, রমাযানে।

৩৯. মিরাজে পঞ্চম আসমানে রাসূলুল্লাহ সা কোন নবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন?
উত্তর: হারুন আ.।

৪০. মিরাজে সিদরাতুল মুন্তাহার পর রাসূলুল্লাহ সা. কে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?
উত্তর: বায়তুল মা'মুরে।

৪১. মিরাজের সময় রাসূলুল্লাহ সা. জান্নাতে প্রকাশ্যে কোন দুইটি নদী দেখেছিলেন?
উত্তর: নীল ও ফোরাত।

৪২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়ি ঘেরাও এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতজন পাপিষ্ঠকে কাফের মুশরিকরা নির্বাচন করে?

উত্তর: ১১।

৪৩. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত শেষে আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন যে দিনে-সে দিনটি কী বার ছিল?

উত্তর: শুক্রবার।

৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার গৃহে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন?

উত্তর: আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪৫. পানি যেমন আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে ঠিক তেমনি কোন আমলটি পাপকে মুছে ফেলে?

উত্তর: দান-খয়রাত।

৪৬. বদরের যুদ্ধের দিন কোন সাহাবী কৌশল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরেন এবং পেটে চুম্বন দেন?

উত্তর: সাওয়াদ রাযিআল্লাহু আনহু।

৪৭. বদর যুদ্ধে হাতে থাকা খেজুর ফেলে দিয়ে কোন সাহাবী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান?

উত্তর: উমায়ের ইবনে হাম্মাম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪৮. মুয়ায বিন আমর ও মুয়ায বিন আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কে আবু জাহলের অবস্থানের সন্ধান দিয়েছিলেন?

উত্তর: আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে গনিমতের মালের কত অংশ রেখেছিলেন?
উত্তর: এক-পঞ্চমাংশ।

৫০. মুমিনদের প্রতি কারা সবচেয়ে বেশি শত্রুতাপরায়ণ?
উত্তর: ইয়াহুদী-মুশরিক।

৫১. কোন পাপিষ্ঠের হত্যাকাণ্ডের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে বলেন 'এ চেহারাগুলো সফল থাকুক?
উত্তর: কাব বিন আশরাফ

৫২. কুরাইশদের উহুদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি পত্র কো্ সাহাবী রাসূলে সা. এর নিকট দ্রুত পাঠিয়ে ছিলেন?
উত্তর: আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫৩. বয়স কম হওয়ার পরেও কোন সাহাবী ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন?
উত্তর: রাফি ইবনু খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫৪. ওহুদ যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এর ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে প্রতিহত করার দায়িত্ব পড়ে কোন সাহাবীর উপর?
উত্তর: যুবাইর ইবনু আওয়াম।

৫৫. ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'তুমি তীর ছুঁড়তে থাকো তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন।'
উত্তর: সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫৬. ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে রাসূল সা. কোন মহিলা সম্পর্কে বলেন যে 'বিপদের সময় আমি ডানে-বামে যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেদিকেই দেখি যে তিনি আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'
উত্তর: উম্মু উমারাহ নুসাইবা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

৫৭. ওহুদের যুদ্ধ করে কোন সাহাবী বলেছিলেন 'আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি?
উত্তর: সা'দ ইবনু রবী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে কার মৃত্যুতে এত বেশি কেঁদেছেন যে তার চেয়ে বেশি কাঁদতে আর কখনো দেখা যায় নি?
উত্তর: হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫৯. আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অভিযানে সফল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কী প্রদান করেন?
উত্তর: লাঠি।

৬০. কোন সাহাবী সর্বপ্রথম হত্যার পূর্বমুহূর্তে দুরাকআত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন?
উত্তর: খুবাইব রা.।

৬১. 'দুমাতুল জান্দাল' কোন সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর?
উত্তর: সিরিয়া।

৬২. 'হে আল্লাহ, পরকালীন জীবন তো হচ্ছে প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমা করে দিন।'- এ কবিতাংশটুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন পাঠ করেছিলেন?
উত্তর: মসজিদে নববী নির্মাণ ও পরিখা খনন উভয় সময়েই।

৬৩. সতী সাধবী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে ইসলামী বিধানমতে শাস্তি কী?
উত্তর: ৮০ দোররা।

৬৪. কাবা তাওয়াফের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কোন সাহাবি নবী সা. কে ছাড়া একাকী তাওয়াফ করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন?

উত্তর: ওসমান বিন আফফান রা.।

৬৫. প্রকৃতপক্ষে কোন ঘটনা ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে এক নবতর পরিবর্তন ধারার সুচনা করে ?

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধি

৬৬. রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জীবদ্দশায় মুসলিমদের সামনে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছিল কোনটা?

উত্তর: মুতা যুদ্ধ।

৬৭. "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা" সুরা মারইয়ামের এই আয়াতটি কোন সাহাবিকে কাঁদায় ?

উত্তর: আব্দুল্ললাহ বিন রাওয়াহা রা.।

৬৮. "মুসলিমগণ আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতিপ্রাপ্ত এবং তাদের পরিচালক প্রকৃতই আল্লাহর রাসুল" আরব জাহানের নিকট এই সত্য কখন উদঘাটিত হয়?

উত্তর: মুতা যুদ্ধের পর।

৬৯. রাসুলুল্লাহ সা. কার ঘরে মক্কা বিজয়োত্তর শোকরানা সালাত আদায় করেন?

উত্তর: উম্মু হানি বিন আবু তালিবের ঘরে।

৭০. মক্কা বিজয়ের সময় কাকে আশ্রয় প্রদানের প্রতীকস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর নিজের ব্যবহৃত পাগড়িটি প্রদান করেন?

উত্তর: সাফওয়ান বিন উমাইয়া

৭১. কোন যুদ্ধে প্রথম মুসলিমরা মিনজানিক (কামান) যন্ত্র ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের উপর গোলা নিক্ষেপ করেন?

উত্তর: তায়েফ যুদ্ধ

৭২. কোন যুদ্ধে মুসলিমরা গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করেছিলেন?
উত্তর: তাবুক

৭৩. উম্মাহাতুল মুমিনীন্ দের মধ্যে কে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পর সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন?
উত্তর: সাওদাহ বিনতে যামআহ রা.।

৭৪. রাসূল সা. এর মৃত দেহ মোবারক গোসল করানোর সময় কে তার দেহ মোবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন?
উত্তর: আউস বিন খাওলী

৭৫. রাসূল সা. এর ওফাত হয় সোমবার সকালে কিন্ত তাকে কবে, কখন দাফন করা হয়?
উত্তর: বুধবার মধ্যরাতে ।

৭৬. নবী সা. তাঁর পাঠানো শেষ সামরিক অভিযানটিতে কাকে বাহিনী প্রধান মনোনীত করেন?
উত্তর: উসামা বিন যায়দ রা.।

৭৭. কাদের সঙ্গে আলোচনায় নবী সা. শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মুবাহালাহর আহ্বান জানান?
উত্তর: নাজরানের প্রতিনিধি দলের সাথে।

৭৮. সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুসংবাদ দেবে, ভয় দেখাবে না, আনুগত্য করবে, মতবিরোধ করবে না । এই উপদেশ নবী সা. কাকে লক্ষ্য করে দেন?
উত্তর: আবু মুসা আশয়ারী রা.।
৭৯. "তোমার মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তা হচ্ছে –ধৈর্য এবং ধীরস্থিরতা" এ কথা নবী সা. কাকে লক্ষ্য করে বলেন?
উত্তর: আব্দুল কাইস গোত্রের প্রধান মুনযির বিন আয়েয রা. কে।

৮০. নবী সা. এর সময়ে কয়টি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল?
উত্তর: ২ টি

৮১. রাসূল সা. এর চরিত্রকে আয়েশা রা. কী বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন?
উত্তর: তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনময়।

৮২. মুত্বঈম বিন আদীকে লক্ষ করে কে বলেছিল, 'তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।'?
উত্তরঃ আবু জাহল।

৮৩. আকাবাহ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ পাহাড়ের সুড়ঙ্গ/ সংকীর্ণ পাহাড়ি উপত্যকা।

৮৪. কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা এর হাতে সর্বপ্রথম বাই'আত গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ আস'আদ বিন যুরারাহ রা।

৮৫. কোন সাহাবীর উপাধি 'মুকরিউন'?
উত্তরঃ মুস'আব বিন উমাইয়া রা।

৮৬. মুত্তালিব ও আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?
উত্তরঃ চাচা-ভাইপো।

৮৭. রাসূলুল্লাহ সা এর পিতা আবদুল্লাহ্‌র উপাধি ছিল কী?
উত্তরঃ যবীহ।

৮৮. সর্বপ্রথম কবে কুরআন নাযিল হয়?

উত্তরঃ নুবওয়তের বছর রমাযানের ২১ তারিখ। ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অগাস্ট।

৮৯. হামযাহ রা ও উমার রা. কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে।

৯০. জিনদের একটি দল পাঠানোর কথা কুরআনের কয়টি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তরঃ ২ টি।

৯১. তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিবরাঈল আ এর সাথে রাসূলুল্লাহ সা এর সাক্ষাৎ হয় কোথায়?
উত্তরঃ কারনুল মানাযিল।

৯২. ইসলামের সর্বপ্রথম মুহাজির কে ছিলেন?
উত্তরঃ আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৯৩. হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন বিখ্যাত ইহুদি পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু

৯৪. স্বপ্নের মাধ্যমে কে সর্বপ্রথম আযানের ধ্বনিগুলো জানতে পারেন?
উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৯৫. বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত কী ছিল?
উত্তরঃ বন্দীদের হত্যা করা।

৯৬. রামাযানের রোযা ও সাদাকায়ে ফিতর ফরজ হয় কত হিজরীতে?
উত্তরঃ দ্বিতীয় হিজরীতে।

৯৭. হাবশার বাদশাহ কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ জাফর বিন আবু তালিব রা.।

৯৮ কে কাবার ছাদে উঠে আযান দিয়েছিলেন ?
উত্তরঃ বিলাল রা.।

৯৯. মসজিদে যিরার কারা কোথায় নির্মাণ করেছিল?
উত্তরঃ মুনাফিকরা। মদীনায়।

১০০. কবুতরের ডিমের ন্যায় আকৃতির মোহরে নবুওয়াত কীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল?
উত্তরঃ মুক্তার দানার সাথে।

সিলেবাস

মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের পাঠ ও প্রতিযোগিতা

এসএসসি/দাখিল ব্যাচ— ২০২৩

দোয়া ও যিকর

এখানে নিয়মিত আমলযোগ্য ৩০টি দোয়া ও যিকর অনুবাদসহ রয়েছে। দোয়া ও যিকরগুলো মুখস্থ করতে হবে। পরীক্ষা হবে মূল দোয়া ও যিকরগুলোর। অনুবাদ নিজে পড়ার জন্য।

AS-SUNNAH FOUNDATION

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে

১
সকাল-সন্ধ্যার দু'আ

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ
اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

'হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমাদের সকাল হলো এবং আপনারই অনুগ্রহে আমাদের সন্ধ্যা হয়, আপনার দয়ায় আমরা জীবিত থাকি, আপনারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব আর আপনার কাছেই আমাদের পুনরুত্থান।

'হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং আপনারই অনুগ্রহে আমাদের সকাল হয়। আপনার হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, আপনারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং আপনার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তিত হবো। (তিরমিজি ৩৩৯১)

২
সকাল-সন্ধ্যার দু'আ

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। (তিরমিজি: ৩৩৮৮; ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯)

৩
সায়্যিদুল ইস্তিগফার

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নেয়ামত রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।' (তিরমিজি- ৩৩৯৩, ইবনে মাজাহ- ৩৮৭২)

ফজিলত: এই দোয়া সন্ধ্যায় পড়ে রাতে মারা গেলে জান্নাতে যাবে, সকালে পড়ে দিনে মারা গেলে জান্নাতে যাবে।

৪
ঘুমের সময়ের দোয়া

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মরি ও বাঁচি। (তিরমিজি- ৩৮১৭)

৫

ঘুম থেকে জেগে
উঠার দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের পুনরুত্থান। (সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩৮৮০)

৬

বাথরুমে
প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ
আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নর ও নারী খবিস জিনসমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাইছি। (মু'জামুল আওসাত- ২৮০৩)

৭

বাথরুম থেকে
বের হওয়ার দোয়া

غُفْرَانَكَ
হে আল্লাহ আমি তোমার মাগফিরাত চাই। (সুনানে ইবনে মাজাহ- ৩০০)

৮

অজুর শেষের দোয়া

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (তিরমিজি: ৫৫)

৯

পোশাক পরিধানের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই। (আবু দাউদ- ৪০২৩)

১০

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি, আল্লাহর ব্যতীত কারও শক্তি ও সামর্থ্য নেই (আবু দাউদ: ৫০৯৫)

১১

আজান শেষের দোয়া

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ
হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই প্রভু! মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তুমি নৈকট্য ও মর্যাদা দান কর এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। (সুনানে নাসাঈ- ৬৮০)

১২

মসজিদে প্রবেশের দোয়া

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দুয়ার খুলে দাও। (সহিহ মুসলিম- ১৭১৩)

১৩

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ
হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (সহিহ মুসলিম- ১৭১৩)

১৪
ঘরে প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا
আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করলাম। (আবূ দাউদ- ৫০৯৬)

১৫
যানবাহনে আরোহনের দোয়া

তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দু'আ পাঠ করুন, সُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ
পবিত্র মহান সেই সত্তা- যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং তোমার সন্তোষজনক কাজের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে। (সহিহ মুসলিম- ১৩৪২)

১৬
কাউকে বিদায় দেওয়ার দোয়া

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ
আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম তোমার দীন, তোমার আমানত এবং সকল আমলের শেষ পরিণতি (আবু দাউদ: ২৬০১)।

১৭
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا
কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে। (বুখারী- ৫৪১৮)

১৮
খাওয়া শুরুর দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَةِ اللَّهِ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর বারাকাহর সাথে শুরু করছি (মুস্তাদরাক হাকেম: ৭০৮৪)

১৯
খাওয়ার শুরুতে দোয়া ভুলে
গেলে মাঝে পড়ার দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, সূচনায় এবং সমাপ্তিতে (আবু দাউদ: ৩৭৬৭)

২০
খাওয়ার শেষের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই। (তিরমিযী- ৩৪৫৮)

২১
ইফতারের পরে পড়ার
দোয়া

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব সাব্যস্ত হল। (আবু দাউদ- ২৩৫৭)।

২১ কারোর দাওয়াত গ্রহণের পরের দোয়া

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ
আপনাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন, আপনাদের খাবার যেন সৎলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সুনান আবি দাউদ- ৩৮৫৪)

২২ কবর জিয়ারতের দোয়া

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.
হে গৃহসমূহের অধিবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। (মুসলিম- ৯৭৫)

২৩ ডিপ্রেশন ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারি- ৫১০৯)

২৪
ঋণমুক্তির দোয়া

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
হে আল্লাহ! তোমার হালাল রিজিক দিয়ে হারাম রিজিক থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। (তিরমিযী- ৩৫৬৩)।

২৫
আনন্দদায়ক কিছু ঘটার পরবর্তী দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যার অনুগ্রহেই ভালো জিনিসসমূহ পূর্ণতা লাভ করে (ইবনে মাজাহ- ৩৮০৩)

২৬
দুঃখজনক কিছু ঘটার পরবর্তী দোয়া

إِنَّا للــهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا
নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তার কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো, তার পরিবর্তে উত্তম বদলা দাও। (সহীহ মুসলিম- ৯১৮)

২৭
নতুন চাঁদ দেখার দোয়া

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ
হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বারাকাহ, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। (মুসনাদে আহমদ-১৩৯৭)

২৮
দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির দোয়া

ا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার মন্দ ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ- ১৫৫৪)

২৯
কাউকে ভয় পেলে কিংবা ক্ষতির আশংকায় দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ
হে আল্লাহ আমরা আপনাকে তাদের কণ্ঠনালীতে রাখছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে। (সুনানু আবী দাউদ- ১৫৩৭)